

নিশ্চয়ই আহত তাত্ত্বালী তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন
আপ্য আগামত প্রাপ্তকদের নিকট পৌছে দাও। --আল-কুরআন

ওকুকুল ইসলাম

ও

ওকুকুল ওয়ালিদাইন

[ইসলামের হক, মাতা-পিতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক ; আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্যদের হক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ]

মূল

হাকীমুল উম্মত মুজান্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
মাদাসা দারুর রাশাদ ও জামেয়া মিল্লিয়া
মীরপুর-১২, ঢাকা।

আল-কাউসার প্রকাশনী
২১৭, বুক-ত, মীরপুর-১২, ঢাকা।

সূচীপত্র

ওকুকুল ইসলাম

আল্লাহ তাআলার হক নবী-রাসূলগণের হক ফেরেশতাদের হক	৭	কোন্ কোন্ অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা হিজরত এবং জিহাদ থেকেও অগ্রগণ্য	১৫
সাহাবা ও নবী পরিবারের হক	৮	মার পায়ের নীচে বেহেশত	১৬
উলমা-মাশায়েখদের হক	৯	মাতার সেবা বড় বড় গুনাহ মাফের উচ্চিলা	১৭
মাতা-পিতার হক	১০	মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের বিশেষ হক্সমূহ	১৮
মৃত্যুর পর মাতা-পিতার হক মাতাপিতার হক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস	১১	পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য হওয়ার পার্থিব উপকারিতা	২০
[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত] সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্সমূহ	১১	পিতা-মাতার অবাধ্যতা	২১
মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সন্তানদের জাহান এবং জাহানাম	১২	দাদা-দাদী ও নানা-নানীর হক পিতা-মাতার প্রতি	২৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির সঙ্গে জড়িত	১৩	সন্তানের হক	২৩
মাতার হক পিতার হক থেকে অধিক	১৩	দুধমাতা বা ধাত্রীর হক	২৪
বৃক্ষ পিতা-মাতার সেবায়	১৪	সৎ মায়ের হক	২৪
অবহেলাকারী দুর্ভাগ্যা	১৪	ভাই-বোনের হক	২৪
		আত্মীয়-স্বজ্ঞনের হক	২৪
		পীর ও উস্তাদের হক	২৫
		ছাত্র ও মূরীদের হক	২৬
		স্বামী-স্ত্রীর হক	২৬

হকুকুল ইসলাম

আল্লাহ তাআলার হক

মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার হক আদায় করা যিনি মানব জাতিকে নানান ধরণের নেয়ামত দান করেছেন এবং গোমরাহীর অক্ষকার থেকে বের করে হেদায়াতের আলো দান করেছেন। আবার হেদায়াতানুযায়ী আমলের প্রতিদানবরাপ বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি ও দিয়েছেন।

মানুষের দায়িত্বে আল্লাহ তাআলার হক চারটি—

- (১) কুরআন হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সন্তা ও গুণবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
- (২) যেইসব আর্কীদা-বিশ্বাস, আশল-আখলাক, লেন-দেন, কাজ-কারবার আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় তা গ্রহণ করা।
- (৩) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া।
- (৪) মানুষের সাথে ভালোবাসা-শক্তি, দয়া-মায়া ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া।

নবী-রাসূলগণের হক

আল্লাহ তাআলার সন্তা ও গুণবলী, আল্লাহ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির পরিচয় আমরা যে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে লাভ করেছি তাদের নিকট আল্লাহ তাআলা অহী প্রেরণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইহকালীন অনেক ভালো-মন্দ ও উপকার-অপকারের কথা আমরা নবী-রাসূলদের

স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে	সাধারণ মুসলমানের হক	৩৩
কয়েকটি হাদীস	প্রতিবেশীর হকসমূহ	৩৬
[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]	এতিম ও অসহায়দের হক	৩৬
স্ত্রীর উপর সবচাইতে বড়	মেহমানের হক	৩৭
হক তার স্বামীর	বন্ধু-বান্ধবের হক	৩৮
স্বামীর অনুগত হওয়া	নিজের উপর আরোপিত	
শাসক ও অধীনস্তদের হক	হকসমূহ	৩৯
শাসকের প্রতি অধীনস্তদের	অমুসলমানদের হক	৪০
দায়িত্ব	পশু-পাখির হকসমূহ	৪০
শুশ্রেকুলের আত্মীয়দের হক	উপসংহার	৪২

হকুকুল ওয়ালিদাইন

প্রারম্ভিক	৪৫	মা-বাপের ভরণ-পোষণ	
যেসব বিষয়ে মাতাপিতার		কখন ওয়াজিব হয়	৫৪
আদেশ পালন করা জরুরী নয়	৪৮	মা-বাপের আদেশে সন্দেহযুক্ত	
মা-বাপের সঙ্গে সম্বুদ্ধহার		মাল খাওয়া ওয়াজিব নয়	৫৫
করার সঠিক অর্থ	৫০	জিহাদের যদ্যানে কাফেরের	
মানুষ সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য	৫১	পিতাকে হত্যা করা যায়	৫৬
মা-বাপের আদেশে নিজের		ফাসেক মা-বাপকে উত্তম	
স্ত্রীকে তালাক দিবে কিনা	৫২	ভাবে নসীহত করবে	৫৭
মা-বাপের হক আদায়ে		সন্তানকে উত্তম শিক্ষা প্রদান	
জামাতের সুসংবাদ	৫৩	করা বাপের উপর ফরয	৫৮
আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর		উস্তাদ, পীর ও স্বামী-স্ত্রীর	
জন্য কারো আদেশ মানা		হক	৬০
যাবে না	৫৪	স্ত্রীর যিস্মায়া-স্বামীর হক	৬১

মাধ্যমে জানতে পেরেছি। অসংখ্য ফেরেশতা আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তারা আমাদের অনেক মঙ্গলজনক কাজ সুচারুপে আঞ্চাম দিয়ে থাকেন। এজন্য আল্লিয়া (আঃ) ও ফেরেশতাদের হক আল্লাহ তাআলার হকের অন্তর্ভুক্ত। নবীদের মধ্যে আমাদের প্রতি বিশেষতঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও এছান সবচেয়ে বেশী। তাই তার হকও সবচেয়ে বেশী। সুতরাং মহানী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্যকৃত হক নিম্ন উল্লেখ করা হলো।

(১) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নবুওয়তের বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) যে কোন ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা।

(৩) তাঁর অসীম মর্যাদা ও গভীর ভালোবাসা মনে স্থান দেওয়া।

(৪) তাঁর উপর দর্শন পড়া।

ফেরেশতাদের হক

ফেরেশতাদের হক নিম্নরূপ—

(১) ফেরেশতাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখা।

(২) তাদেরকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করা।

(৩) তাদের নাম শুনে আলাইহিস সালাম (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা।

(৪) দুর্গন্ধমুক্ত বস্তু (যেমন পিয়াজ, রসুন, মূলা, বিড়ি-সিগারেট ও তামাক ইত্যাদি) খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কিংবা মসজিদে বায়ু ছাড়লে ফেরেশতাদের কষ্ট হয় বিধায় এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং

অন্য যেসব কাজে ফেরেশতাদের কষ্ট হয় তা হতে বেঁচে থাকা। যেমন ছবি রাখা, শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত কারণ ছাড়া কুকুর পালন করা, মিথ্যা কথা বলা কিংবা অলসতা শত্রু ফরয গোসল না করা অথবা শরয়ী কিংবা স্বাভাবিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে উলঙ্ঘ হওয়া।

সাহাবা ও নবী পরিবারের হক

সাহাবায়ে কেরাম (আঃ) ও নবী পরিবারের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহলোকিক ও পরলোকিক উভয় ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। তাই এদের হক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকেরই অন্তর্ভুক্ত। সাহাবা ও নবী পরিবারের হকের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ—

(১) তাদের আনুগত্য করা।

(২) তাদেরকে ভালবাসা।

(৩) তাদের ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিশ্বাস রাখা।

(৪) যারা তাদেরকে ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসা এবং যারা তাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করে তাদের সাথে শক্রতা রাখা।

উলামা-মাশায়েখদের হক

আলেম সমাজ যেহেতু যাহেরী বাতেনী সবদিক দিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত, তাই তাদের হকসমূহও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকেরই অন্তর্ভুক্ত।

উলামা মাশায়েখের হক হলো—

(১) ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ, হাদীস বিশেরদ, মাসায়েলে তরীকত, সম্মানিত শিক্ষকবন্দ ও ধর্মীয় পুস্তক রচয়িতাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা দোআ করতে থাকা।

(২) শরীয়ত অনুমোদিত কাজে তাদের আনুগত্য করা।

(৩) তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে সম্মান ও ভালবাসা এবং তাদের সাথে শক্রতা ও বিরোধিতা না করা।

(৪) নিজের সামর্থ্য ও প্রয়োজনানুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্য করতে থাকা।

মাতা-পিতার হক

এতক্ষণ যাদের হকের কথা বলা হলো তারা ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের দ্বীনী নেয়ামত লাভের মাধ্যম। সেজন্য তাদের হক আদায় করা অপরিহার্য আবার কারো কারো মাধ্যমে আমরা দুনিয়াবী নেয়ামতও লাভ করেছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের হক আদায় করাও জরুরী। যেমন—মাতা-পিতা। আমাদের জন্ম ও লালন-পালনের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের হক হলো—

(১) মাতা-পিতাকে কোনপ্রকার কষ্ট না দেওয়া যদিও তাদের পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাঢ়ি হয়ে যায়।

(২) আমাদের আচার-আচরণ কথা-বার্তায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(৩) শরীয়ত সমর্থিত সরকুল কাজে তাদের কথা মেনে চলা।

(৪) যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা (যদিও তারা কাফের হয়)।

মৃত্যুর পর মাতা-পিতার হক

(১) মৃত্যুর পর তাদের জন্য গোনাহ মাফ ও রহমতের দোআ করতে থাকা এবং নফল ইবাদত সদকা খ্যরাত ও অন্যান্য ইবাদত করে ইহার সওয়াব তাদের জন্য বখশিয়া দেওয়া।

(২) জীবদ্ধশায় তারা যাদের সাথে উঠাবসা করতেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। প্রয়োজনে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা।

(৩) তাদের কেনন খণ্ড থাকলে তা আদায় করে দেওয়া।

(৪) কখনও কখনও তাদের কবর যেয়ারত করা।

মাতাপিতার হক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্সমূহ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু পিতা-মাতার উপর সন্তানদের হক্সমূহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবেই সন্তানদের উপর মাতা-পিতার হক্সমূহ ও অন্যান্য দায়িত্বও বর্ণনা করেছেন। বরং তিনি উহাকে দ্বিমানের অংশ বিশেষ স্বাবস্থ করেছেন। কুরআন মজিদ যা আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের উপরে অবস্থীর্ণ হয়েছে উহাতে পিতা-মাতার সেবা এবং তাদের সঙ্গে সন্দৰ্ভবহারের আদেশ, আল্লাহর একত্ববাদ এবং ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গেই এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে মানবজাতির কর্মসমূহে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সেবা এবং তাদিগকে সুখ-শান্তির দিবার স্থান।

সুরায়ে বনি ইসরাইলে এরশাদ হয়েছে: “তোমার প্রভুর কঠোর আদেশ

এই যে, শুধু তারই ইবাদত কর এবং পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং তাদের সেবায়ন কর।”

শুবায়ে লুকমানে পিতা-মাতার হক বর্ণনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ইহাও বর্ণনা করেছেন যে, যদি কারও পিতা-মাতা মুশুরিক হয় এবং সন্তানকেও শিরক ও কুফর করার জন্য বাধ্য করে তখন সন্তানদের কর্তব্য হবে তাদের কথায় কুফর এবং শিরক না করে। তবে দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং তাদের খেদমত করতে থাকবে।

নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার হকসমূহ এবং তাদের সম্পর্কীয় সন্তানদের কর্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু এরশাদ করেছেন উহা অকৃতপক্ষে কূরআন মজীদের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা বা তাফসীর।

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সন্তানদের জামাত এবং জাহানাম

❶ হযরত আবু উমামা (রায়িষ্ঠ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল ! সন্তানদের উপর পিতা-মাতার হক কতটুকু ? তিনি উত্তরে বললেন, পিতা-মাতা তোমাদের বেহেশত এবং দোয়খ।

অর্থাৎ যদি তুমি পিতা-মাতার অনুগত হও এবং তাদের খেদমত কর, এতে তাঁরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে তুমি জামাত পাবে। পঞ্চাশতে, তুমি যদি তাদেরকে কষ্ট দাও এবং তাঁরা অসন্তুষ্ট হন তাহলে তোমার ঠিকানা দোয়খে হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির সঙ্গে জড়িত

❷ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (বাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।”

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন প্রভু ও মনিবের সন্তুষ্টি কামনা করে তার কর্তব্য আপন পিতাকে সন্তুষ্ট রাখা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পিতার সন্তুষ্টি শর্ত এবং পিতার অসন্তুষ্টির অবশ্যস্তাবী ফল আল্লাহর অসন্তুষ্টি। সুতরাং, যে ব্যক্তি পিতাকে অসন্তুষ্ট করবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

উক্ত হাদীসে ‘ওয়ালেদ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা আরবী ভাষায় শুধু ‘পিতার’ অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার হয়। এ হিসাবে উক্ত হাদীসে মাতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। কিন্তু অন্যান্য হাদীসসমূহে মাতার র্যাদা পিতা ইইতেও উচ্চে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য মাতার সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টিরও ঐ গুরুত্বই হবে এবং উহার ঐ র্যাদাই হবে যা এই হাদীসে পিতার সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাতার হক পিতার হক থেকে অধিক

❸ হযরত আবু হুরাইয়া থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর বাসুল ! আমার নিকট থেকে দেবা এবং সদ্ব্যবহার পাওয়ার কার দাবী অধিক ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা, আমি আবার বলছি তোমার মা, আমি আবার বলছি তোমার মা, ইহার

পরে তোমার পিতার হক্ক, ইহার পর তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়, ইহার পর যে তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়। —বুখারী ও মুসলিম

বৃক্ষ পিতা-মাতার সেবায় অবস্থাকারী দুর্ভাগ্য

★ হযরত আবু উহাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক। জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ সে কে ? তিনি বললেন, দুর্ভাগ্য এ ব্যক্তি যে পিতা-মাতা উভয়কে বা তাদের মধ্যে একজনকে বৃক্ষ অবস্থায় পেয়ে সেবা করে জান্মাত অর্জন করতে পারে নাই। —মুসলিম

ফায়েদা : হযরত আবু উমামার হাদীস যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা তোমার জান্মাত এবং তোমার দোষখ। (অর্থাৎ মাতা-পিতার খেদমত এবং সুখ-শান্তি দেওয়া জান্মাত অর্জনের একটি উপায় এবং উহার বিপরীত তাদের অবাধ্য হওয়া এবং দুঃখ ও কষ্ট দেওয়া মানুষকে দোষী বানায়। ইহা আরো স্পষ্ট যে পিতা-মাতা যখন বৃক্ষ বয়সে পৌছে তখন খেদমতের ও শান্তির দিকে অত্যন্ত মুখাপেক্ষী হয়। এ সময়ে তাদের খেদমত আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য আমল এবং জান্মাতে পৌছবার সোজা সিডি। আল্লাহতায়ালা যেই বান্দাকে এ সুযোগ করেছেন এবং সে পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বৃক্ষ অবস্থায় পায় এবং তাদের খেদমত করে জান্মাত পর্যন্ত পৌছতে পারে নাই নিঃসন্দেহে সে দুর্ভাগ্য। তাদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—সেই ব্যক্তি অপমানিত, লাঞ্ছিত হোক।

কোন কোন অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা হিজরত এবং জিহাদ থেকেও অগ্রগণ্য

★ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন একদা জনৈক ব্যক্তি হ্যুরের নিকট এসে আরয় করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার পিতা-মাতা আছে ? সে উত্তরে বলল, ছি আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন তাদের খেদমত ও সুখ সুবিধা দিবার জন্য চেষ্টা কর। (ইহাই তোমার জন্য জিহাদ।) —আবু দাউদ

ফায়েদা : হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বুবাতে পেরেছিলেন বা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল যে তার পিতা-মাতা তার খেদমতের মুখাপেক্ষী এবং সে তার পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদের জন্য এসেছে। এজন্য তিনি তাকে বাড়ীতে পিতা-মাতার খেদমত করার জন্য আদেশ দিলেন কেননা এই অবস্থায় মাতা-পিতার খেদমত অগ্রগণ্য।

উল্লেখিত হাদীসের মর্ম এই নয় যে, যাদের মাতা-পিতা আছে তারা জিহাদের জন্য যেন ঘর থেকে বের না হয়। শুধু এ সকল ব্যক্তি জিহাদে যাবে যাদের পিতা-মাতা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে সকল ছাহাবা যুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন।

★ হযরত আবু সায়িদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে জনৈক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ামানে তোমার কে আছে ? সে বলল, আমার পিতা-মাতা আছে। তিনি পুনঃ

জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়াছে? সে বলল অনুমতি দেয় নাই। তিনি পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং জিহাদে বা দীনের কাজে আত্মনির্যাগের জন্য অনুমতি চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। যদি তারা তোমাকে অনুমতি দান করে তখন এসে জিহাদে শরীক হয়ে যাও। যদি অনুমতি না দেয় তবে তাদের খেদমত কর এবং তাদের সঙ্গে সন্দৰ্ভহার করতে থাক। —আবু দাউদ, আহমদ

ফায়েদা ৩ হিজরতকারী এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চিন্তাধারা এবং আদর্শ ছিল উহর আলোতে এই প্রকার সকল হাদীস সম্বন্ধে এ কথাই বলা যায় যে, উহর সম্বন্ধ ঐ ক্ষেত্রে যথন পিতা-মাতা খেদমতের মুৰাপেক্ষী হয় এবং অন্য কেউ তাদের সেবার জন্য না থাকে এজন্য তারাও অনুমতি না দেয়। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাদের খেদমত হিজরত ও জিহাদ থেকে অগ্রগণ্য হবে।

মার পায়ের নীচে বেহেশ্ত

❸ হ্যরত মুয়াবীয়া ইবনে জাহেমা থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, জাহেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছে? জাহেবা বললেন হাঁ, আমার মা আছে। তিনি বললেন, তার সঙ্গে থাক, তার খেদমত কর, তার পায়ের নীচে তোমার বেহেশ্ত। —আহমদ ও নাসায়ী

মাতার সেবা বড় বড় গুনাহ মাফের উচ্ছিলা

★ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অত্যন্ত বড় একটি গোনাহ করেছি, আমার তাওবা কবুল হবে? আমি ক্ষমা পেতে পারি কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল আমার মা জীবিত নাই। ত্যুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, হাঁ, খালা জীবিত আছেন। তিনি তখন বললেন, তার খেদমত কর এবং তার সঙ্গে সন্দৰ্ভহার কর। (আল্লাহ তায়ালা সেই বরকতে তোমার তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। —তিরমিয়ী

ফায়েদা ৪ তাওবা কি? অনুত্পন্ন হদয়ে আল্লাহর নিকটে কৃত গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া, যেন আল্লাহর গর্যব এবং শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে, গুনাহের কারণে যেই শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাওবা কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রায় হয়ে যান। সকল নেক আমলেরই এই বৈশিষ্ট্য যে, গুনাহসমূহের মন্দ প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া টেনে নিয়ে আসে। কিন্তু কোন কোন নেক আমলে এ ব্যাপারে অস্থাভাবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উক্ত হাদীস থেকে বুৰা যায় পিতা-মাতার খেদমত তদন্প খালা, নানীর খেদমতও ঐসকল আমলের অন্তর্ভুক্ত যার বরকতে আল্লাহ তায়ালা বড় বড় গুনাহগারদের তাওবা কবুল করে ফেলেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের বিশেষ হক্কসমূহ

পিতা-মাতার হক্কসমূহ সন্তানের উপর হইতে জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না বরং তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের কিছু অন্যন্য দাবীসমূহ সন্তানদের উপর আপত্তি হয় যা আদায় করতে থাকা সৌভাগ্যশালী সন্তানদের কর্তব্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত পাওয়ার পন্থাবরণ।

★ আবু উচ্চাইদ সায়ীদী থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনি সালমার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতার আমার উপরে এমন কোন হক আছে যা তাঁদের মৃত্যুর পর আমার আদায় করতে হবে? তিনি এরশাদ করলেন, হাঁ, তাঁদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করতে থাকা, তাঁদের জন্য ক্ষমা এবং মাফের প্রার্থনা করা, কারো সঙ্গে তাঁদের অঙ্গীকার বা চুক্তি থাকলে তা পূরণ করা, তাঁর মাধ্যমে যে আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের হক আদায় করা এবং তার বকু-বাকুবের সম্মান করা।

★ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কেউ নিজের পিতাকে কবরের মধ্যে আরাম দিতে চায় এবং তাঁর খেদমত করতে চায় তাহলে পিতার মৃত্যুর পর পিতার ভাইদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। —ইবনে হাবীব

★ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, পিতার খেদমত এবং তাঁর সাথে সন্দৰ্ভহারের উত্তম খেদমত হলো এই যে, তাঁর ইস্তেকালের পর তাঁর বকুদ্দের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা এবং পিতার মুহাববতের হক আদায় করা। —মুসলিম

ফায়েদা ৪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের উক্ত দুইটি হাদিসে পিতার ভাইদের এবং বকুদ্দের আলোচনা করা হয়েছে। এ কথাটুকু পূর্বেই জানা গেছে যে, মাতার হক পিতা হইতে অধিক। ইহা ব্যতীত আবু উচ্চাইদ (রাঃ) এর বর্ণনায় পিতা-মাতার আত্মীয়দের সঙ্গে সন্দ্বিহার এবং তাদের দোষে আহবাবদেরকে সম্মান করা পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানদের কর্তব্য।

★ হযরত আবানাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমনও হতে পারে কোন ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ই বা তাদের কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের সন্তান তাদের জীবদ্ধশায় অবাধ্য ছিল এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা থেকে বক্ষিত ছিল। কিন্তু এ সন্তান তাদের ইস্তেকালের পরে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল ও দয়া এবং ক্ষমা ও বখশিশের জন্য দোয়া করতে থাকে। (এভাবে সে নিজের ক্রিটির ক্ষতিপূরণ করতে চায়।) আল্লাহতায়ালা এ অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত বলে সাব্যস্ত করেন। (সে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে বেঁচে যায়) —বায়হাকী

ফায়েদা ৫ যেভাবে পিতা-মাতার জীবদ্ধশায় তাদের বাধ্য হওয়া, খেদমত করা এবং সন্দ্বিহার করা উচ্চস্তরের নেক কাজ যা বড় বড় গুনাহকে শেষ করে দেয় সেভাবে তাঁদের মৃত্যুর পর একনিষ্ঠতা সঙ্গে তাঁদের জন্য ক্ষমার ও রহমতের দোয়া এমন আমল যা একদিকে পিতা-মাতার জন্য কবরের মধ্যে আরাম ও শাস্তির কারণ হয় অন্যদিকে সন্তানের ঐ ক্রিটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় যা পিতা-মাতার বাধ্যতা এবং খেদমতের মধ্যে হয়েছিল। সে নিজেও আল্লাহর রহমত ও দয়া পাওয়ার উপর্যুক্ত হয়ে যায়। কুরআন শরীফে সন্তানগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন

আল্লাহর নিকটে পিতা-মাতার জন্য রহমত ও ক্ষমা চাইতে থাকে।

رَبِّ الْجَاهِمَاتِ كَمَارَبِّيٍّ صَنَعْنَا

আল্লাহ তায়ালার নিকট আরম্ভ কর হে প্রভু ! আমার পিতা-মাতার উপর দয়া কর যেভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় (দয়ার সঙ্গে) লালন পালন করেছিল।

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য হওয়ার পার্থিব উপকারিতা

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য থাকার প্রকৃত প্রতিদান জাহান এবং আল্লাহর সম্মতি যেমন ঐ হাদীসসমূহের দ্বারা বুঝা গেছে যা ‘পিতা-পিতার হক’ শিরোনামে উল্লেখ করা গেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, পিতা-মাতার খেদমতকারী এবং হৃকুমপালনকারী সন্তানগণকে আল্লাহতায়ালা বিশেষ বরকত এ দুনিয়ার মধ্যেও দিয়ে থাকেন।

❶ হ্যরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান—“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার খেদমত, বাধ্যতা এবং সন্দ্বৰহারের কারণে সন্তানের আয়ু বৃদ্ধি করেন।”—ইবনে মাজা

ফায়েদা : এই প্রকারের হাদীসসমূহ তাকদীরের মাসআলার সঙ্গে কেনন সংর্ঘ বা বৈপরিত্য নাই। কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রথম থেকেই এ কথা জানা ছিল যে, এ ব্যক্তি পিতা-মাতার বাধ্য ও খেদমত করবে, এ হিসাবে তার আয়ু অতিরিক্ত নির্ধারিত করা হয়েছে যা পিতা-মাতার খেদমত এবং বাধ্য না থাকার বেলায় দেওয়া হতো। এভাবে ঐসকল

হাদীসকেও বুঝা উচিত যার মধ্যে কোন ভাল কাজের কারণে রিয়িকে বরকত ও প্রশংস্তার সুসংবাদ দান করা হয়েছে অথচ রিয়িকের প্রশংস্তা ও অপ্রশংস্তাও পূর্ণ নির্ধারিত।

❷ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “আপন পিতা-মাতার খেদমত কর এবং বাধ্য থাক তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের খেদমত করবে এবং হৃকুম মান্য করবে। তোমরা আপন চরিত্রকে পাক-পবিত্র রাখ তোমাদের স্ত্রীগণ পাক-পবিত্র থাকবে।”—তবরানী

‘অর্থাৎ যে সন্তান পিতা-মাতার বাধ্য থাকবে এবং খেদমত করবে আল্লাহ তায়ালা তার সন্তানকে তার বাধ্য এবং খেদমতকারী বানিয়ে দিবেন। এমনভাবে যারা পাক-পবিত্র জীবন যাপন করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিবিগণকে পাক-পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ করে দিবেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পিতা-মাতার বাধ্য থাকাকে এবং তাদেরকে আরাম পৌছানকে জাহাত এবং আল্লাহর সম্মতির কারণ এবং উচ্চস্তরের সৎ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন তেমনিভাবে তাদের অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেওয়াকে কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম অর্থাৎ সর্বনির্বৃষ্ট গুনাহসমূহের মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করেছেন।

❸ হ্যরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় বড় গুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। (যে বড় গুনাহ কি কি ?) তিনি উত্তরে ফরমাইলেন, “(১) খোদার সঙ্গে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেওয়া (৩) কোন ব্যক্তিকে অন্যায় তাবে হত্যা করা (৪) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।”

ফায়েদা ৪ বুখুরীর অন্য এক রেওয়ায়াতেও এই সকল গুনাহকে সর্ববহুৎ গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেই ক্রমানুসারে তিনি এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন ইহা দ্বারা বুঝা যায় শিরকের পরেই পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার স্থান এমন কি হত্যা করার স্থানও ইহার পরে।

★ হযরত ইবনে আমর হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, “নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটি। সাহাবগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এভাবে গালি দিতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মাতা-পিতাকে গালি দিল তখন এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিল। (সে যেন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়াইল।) —বুখুরী ও মুসলিম

ফায়েদা ৫ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে গালি দেওয়া বা কোন মন্দ কথা বলা যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মা-বাপকে গালি দিতে লাগল। ইহা এত মন্দ কাজ যেমন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া মন্দ কাজ। ইহা কবীরা গুনার অস্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে হযুরের শিক্ষার মধ্যে পিতা-মাতার মর্যাদার স্থান অতি উচ্চে এবং এ ব্যাপারে মানুষের কতটুকু সতর্ক থাকা চাই।

দাদা-দাদী ও নানা-নানীর হক

দাদা-দাদী ও নানা-নানী শরীয়তের দৃষ্টিতে মা-বাপের মতই শুদ্ধার পাত্র। এজন্য তাদের হকও মা-বাপের হকের ন্যায়। অনুরূপভাবে খালি ও মামা মায়ের ন্যায় এবং চাচা ও ফুফী বাপের ন্যায়। হাদীস শরীফেও এ ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক

সন্তানের প্রতি যেমন মা-বাপের হক রয়েছে তেমনি মা-বাপের প্রতিও সন্তানের কিছু হক রয়েছে, যেমন—

(১) সতী সার্বী ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা যাতে তার ওরসে সুসন্তান জন্ম লাভ করে।

(২) শিশুকালে যত্ন ও স্নেহ মমতার সাথে সন্তানদেরকে লালন-পালন করা। ইহার অনেক ফয়লত রয়েছে। বিশেষতঃ কন্যা সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে মনে কোন সংকোচ দেখা না দেওয়া। কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফয়লতও অপরিসীম। ধাত্রীর দুধপান করাতে হলে চরিত্রবান ও দীনদার ধাত্রী খুঁজে নেওয়া কেননা শিশুর চরিত্র গঠনে দুধের প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকে।

(৩) ধীনী ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়া।

(৪) বিবাহের বয়স হলে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়া। বিবাহিতা কন্যার যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ হওয়া পর্যন্ত নিজের ঘরে তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা।

দুধমাতা বা ধাত্রীর হক

দুধপান করানোর কারণে ধাত্রীও মায়ের সমতুল্য, তার হক হলো-

(১) তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা।

(২) সন্তু হলে তার যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে কার্পোর্ন্যুট্য না করা।

(৩) সামর্থ্য থাকলে একটি দাস বা দাসী খরিদ করে খেদমতের জন্য তাকে দান করা।

(৪) তার স্বামীর সাথেও সদয় আচরণ করা।

সৎ মায়ের হক

সৎ মা বাপের সহধর্মীনী এবং হানীস শরীরকে বাপের আপনজনদের সাথে সম্ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। তাই সৎ মায়েরও কিছু হক আছে। মা-বাপের মৃত্যুর পর যে যে হক পালন করার কথা বলা হয়েছে সৎ মায়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ভাই-বোনের হক

হানীস শরীরকে আছে, বড় ভাই বাপের সমান। অতএব ছোট ভাই ছেলের সমান এবং সন্তান ও পিতার মাঝে পরম্পর যে হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ভাইদের মধ্যে পরম্পর সেই সব হক পালন করতে হবে। বড় বোন আর ছেট বোনের অবস্থাও তদ্দপ।

আত্মীয়-স্বজনের হক

অনুকূপভাবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পরম্পর কিছু হক আছে। যা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো।

হক্কুকুল ইসলাম

(১) মাহারিম তথা যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের কারো যদি কর্মসংস্থান বা উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নিজ সন্তানের ন্যায় সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। আর গায়েরে মাহরাম তথা যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নাই এবং বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয়, তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করা, এতটুকু প্রয়োজন না হলেও কিছু খেদমত করা আবশ্যিক।

(২) মাঝে মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং খোঁজ-খবর লওয়া।

(৩) কোন ভাবেই আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন হতে না দেওয়া বরং কেউ কোন কষ্ট দিলেও তাতে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

(৪) নিকটতম কোন মাহরাম যদি ঘটনাক্রমে মালিকানায় এসে যায়, তাহলে তৎক্ষণাত্মে আস্তাদ হয়ে যায়।

পীর ও উস্তাদের হক

উস্তাদ ও পীর বাতেনী তরবিয়াতের (আত্মশুদ্ধির) দিক থেকে বাপের মত। এজন্য তাদের সন্তানাদি এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে নিজের মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় আচরণ করা দরকার।

لَا أَسْتَكِنُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوْدَةُ فِي الْقِرْبَى -

তোমাদের নিকট আমি আত্মীয়তার সৌহার্দ-সম্প্রীতি ছাড়া কোন প্রতিদান চাইনা।

ইহার এইটাও একটি ব্যাখ্যা। এতে শাসকমণ্ডলীকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়। আবার যেহেতু ছাত্র ও মুরীদ সন্তানতুল্য এজন্য উস্তাদের ছাত্র ও পীরের মুরীদের সাথে আপনি ভাইয়ের ন্যায়

ব্যবহার করতে হবে। **وَالصَّاحِبُ بِالْجِنْبِ**। বলতে ছাত্র ভাই এবং শীর ভাইকেও বুঝানো হয়েছে।

ছাত্র ও মুরীদের হক

ছাত্র ও মুরীদ যেহেতু সন্তানতুল্য সেজন্য প্রেহ-মমতা ও আস্তরিকতার বেলায় তাদের হক সন্তানের হকের ন্যায়।

স্বামী-স্ত্রীর হক

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক হলো—

- (১) সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দিতে অবহেলা না করা।
- (২) স্ত্রীকে দীনী মাসআলা-মাসায়েল শিখাতে থাকা এবং নেক কাজের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করতে থাকা।
- (৩) মাহরাম আত্মীয়-স্বজ্ঞনের সাথে মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাত্ করার সুযোগ দেয়া এবং তাদের অসাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার অভাবে কোন ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে ধৈর্য্য ধারণ করা। কখনো শাসন ও সংশোধনের প্রয়োজন হলে ভারসাম্য রক্ষা করা।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক— (১) যথাযথভাবে স্বামীর আনুগত্য করা, আদব, খেদমত, মন জয় ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা তবে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে এতে অপারাগতা প্রকাশ করবে।

- (২) স্বামীর সামর্থের অতিরিক্ত কোন চাপ সৃষ্টি না করা।
- (৩) অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করা।
- (৪) স্বামীর আত্মীয় ও আপন জনদের সাথে এমন ব্যবহার না করা যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিশেষত্ত্বে স্বামীর মা-বাপকে সেবার পাত্র মনে করে যথাসম্ভব শুন্দা প্রদর্শন করা।

স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

স্ত্রীর উপর সবচাইতে বড় হক্ক তার স্বামীর

★ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মহিলার উপর সবচাইতে বড় হক্ক তার স্বামীর এবং পুরুষের উপর সবচাইতে বড় হক্ক তার মাতার। —হাকিম

যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করার অবকাশ থাকত তবে মহিলাদের উপর স্বামীদেরকে সিজদা করার হক্কুম হতো।

★ হ্যরত আবু হুরাইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান—যদি আমি কোন মানুষকে অন্য কোন সৃষ্টি জীবকে সিজদা করার হক্কুম দিতাম তাহলে মহিলাদেরকে হক্কুম দিতাম যেন তারা নিজ নিজ স্বামীগণকে সিজদা করে।

ফায়েদা ৪ কোন সৃষ্টি জীবের অন্য সৃষ্টিজীবের উপরে যে হক আছে উহা বর্ণনা করার জন্য এর থেকে অধিক ফলদায়ক বিতীয় অন্য কোন পদ্ধতি নাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের মধ্যে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক্ক বর্ণনা করার জন্য গ্রহণ করেছেন। হাদীসের উদ্দেশ্যও ইহাই, কোন মহিলা কারো স্ত্রী হয়ে যাওয়ার পর খোদার হক্কের পরে তার উপর সর্বাধিক হক্ক তার স্বামীর হয়ে থাকে। তার উচিত হবে স্বামীর অনুগত থাকা এবং তার সন্তুষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট থাকা।

★ ইমাম আহমদ (রাঃ) এ বিষয়ের একটি হাদীস মাসনাদ নামক বিত্তবে হ্যরত আনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ‘কোন মানুষের জন্য অন্য মানবকে সিজদা করা জায়েয় নাই যদি ইহা জায়েয় হতো তাহলে আমি মহিলাকে

আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে কেন্দ্র তার উপর তার স্বামীর অনেক দরী রয়েছে।”

ইবনে মাজাতে এ বিষয়টিকে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফুর একটি রেওয়ায়েত হ্যরত মায়ায় ইবনে জাবাল (রাঃ) এর একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যত আনসারী ছাহবা হ্যরত মুঘায় ইবনে জাবাল (রাঃ) একদা শাম দেশে গিয়েছিলেন। ঐখান থেকে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে সিজদা করলেন, নবী আলাইহেছালাম আশ্চর্যের সঙ্গে জিজামা করলেন—হে মুঘায় ! ইহা কি করছ ? তিনি আরয় করলেন, আমি শাম দেশে গিয়েছিলাম, সেই জায়গার মানুষকে দেখলাম তাদের ধর্মীয় ইমামগণকে, আলেমগণকে দলীয় নেতাগণকে সিজদা করে। তাই আমার অন্তরে এসেছে, আমরাও আপনাকে সিজদা করব। তিনি এরশাদ করলেন, এমনটি করো না। অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন :

✿ “আমি যদি কাউকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাখলুককে সিজদা করার জন্য হক্কুম দিতাম তবে মহিলাকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।”

আবু দাউদ শরীফে এ বিষয়ের অন্য একটি ঘটনা কায়েছ ইবনে সায়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজের নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আমি হীরা নামক স্থানে গিয়েছিলাম। (কুফার নিকটবর্তী একটি পুরাতান শহর) আমি ঐখানের মানুষকে তাদের নেতাগণকে সম্মান করার নিমিত্তে সিজদা করতে দেখেছি। আমি মনে মনে বললাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। তাঁকে আমাদের সিজদা করা চাই। পরে যখন আমি ভ্রমণ থেকে ফিরে ত্যুরের খেদমতে

হাজির হলাম তখন এ কথাই আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন :

✿ “বল আমার ম্তুর পর তুমি আমার কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমার কবরকে সিজদা করবে ? (কায়েছ বললেন) আমি আরয করলাম, আপনার কবরকে সিজদা করব না। তখন তিনি বললেন, এখনও এটি করো না। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, আমি যদি কাউকে আদেশ দিতাম অন্য কোন সৃষ্টি জীবকে সিজদা করার জন্য তবে মহিলাগণকে আদেশ দিতাম তাদের স্বামীগণকে সিজদা করার জন্য, স্বামীদের এই হক্কের জন্য যা আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীগণের উপর নির্ধারিত করেছেন।”

মাসনাদে আহমদের মধ্যে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা একটি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করল। (অর্থাৎ ত্যুরের সম্মুখে এমনভাবে বুকল দর্শকগণ বুকতে পারল যেন উট সিজদা করছে।) ইহা দর্শনে কোন কোন সাহবা আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল ! উটের ন্যায় চতুর্পদ জন্তু এবং বৃক্ষ আপনাকে সিজদা করে (অর্থাৎ বুকে পড়ে) তাদের তুলনায় আমাদের কর্তব্য আপনাকে সিজদা করা। এর উত্তরে তিনি এরশাদ ফরমান :

✿ “আপন প্রভুর ইবাদত কর এবং আপন ভাই (অর্থাৎ আমার)কে সম্মান কর। যদি আমি কাউকে আদেশ করতাম অন্য কোন সৃষ্টি জীবকে সিজদা করার জন্য তবে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম নিজের স্বামীকে সিজদা করার জন্য।” এ সকল হাদীস এবং বর্ণনা থেকে বুঝা যায় স্ত্রীর উপর স্বামীর হক স্বৰূপে বিভিন্ন সময়ে পুনঃ পুনঃ এরশাদ ফরমাইয়াছেন।

স্বামীর অনুগত হওয়া

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে এর প্রয়োজন ছিল উভয়ের মধ্যে একজনকে মূলকবী বা সর্দার নির্ধারণ করা। সেই হিসাবে তাকে কিছু দায়িত্ব

দেওয়া। ইহা প্রকাশ যে স্বাভাবিকভাবেই স্বামী এর উপর্যুক্ত। যেমন নাকি শরীয়তেও গৃহকর্তা স্বামীকেই নিরপেক্ষ করেছে। এবং অনেক দায়িত্ব তার উপর সোপৰ্দ করেছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে : “পুরুষ মহিলাদের সর্দার এবং যিস্মাদার”।

মহিলাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন বাড়ীর কর্তা এবং যিস্মাদার হিসাবে মান্য করে। স্ত্রী হিসাবে তার যে গৃহ দায়িত্ব আছে তাতে সে যেন অবহেলা না করে। যেমন তার স্বৰ্ধকে বলা হয়েছে—

নেক স্ত্রীগণ স্বামীভুক্ত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর ইজ্জত ও আমানতের হিফায়ত করে। যদি স্ত্রী স্বামীর অনুগত না হয় বরং অবাধ্য হয় এবং বিরোধিতার মনোভাব পোষণ করে তাহলে প্রথমে মনোমালিন্যতা পরে গৃহযুদ্ধ আরঞ্জ হবে যা ইহকাল ও পর্বকাল ধ্বনশের কারণ হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাগণকে স্বামীর অনুগত এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কঠোর আদেশ দান করেছেন। এবং উহার জন্য ছাওয়ার এবং প্রতিদানের ঘোষণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।

❶ হ্যরত আনাচ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, যখন কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায সঠিকভাবে আদায় করবে, রম্যান মাসের রোয়া রাখবে, লজ্জাত্তানের হিফায়ত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, সে জাহাতের যে কোন দরজা দিয়া চাইবে ঢুকতে পারবে। —ছুলিয়া আবু নায়িম

ফায়েদা : উক্ত হাদীসে এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে স্ত্রীগণের জন্য স্বামীগণের অনুগত থাকাকে নামায, রোয়া এবং ব্যভিচার হতে নিজেকে রক্ষা করার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইহা এদিকে ইজ্জত বহন করছে যে শরীয়তের দৃষ্টিতে উহার গুরুত্ব নামায, রোয়ার গুরুত্বের ন্যায়।

হ্যরত উল্লেখ সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনিবলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে মহিলা নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট এবং খুশী রেখে মতুবরণ করে তবে সে জাহাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিয়ী

ফায়েদা : যে সকল হাদীসে বিশেষ কোন আমলের উপর জাহাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় উহার উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই আমলটি আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং ইহার প্রতিদান জাহাত এবং উহার আমলকারী জাহাতী। কিন্তু যদি সেই আমল এমন কাজের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে যার শাস্তি দোষখ তবে আল্লাহর কামানুয়ায়ী উহার ফলও ভোগ করতে হবে। এভাবেই উল্লেখ ছলমার হাদীসের অর্থ বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় কথা যা এখানে লক্ষণীয়, যদি কোন স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তবে স্ত্রী আল্লাহর নিকট নিরাপরাধ বলে গণ্য হবে। এ পর্যন্ত ঐ সকল হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যাতে স্ত্রীগণের উপর স্বামীগণের হক্কের উল্লেখ ছিল এবং তাদের অনুগত হওয়া, তাদের বাধ্য থাকা ও স্বামীগণের সদা সন্তুষ্টিলাভে সচেষ্ট হওয়ার আলোচনা ছিল। এখন ঐসকল হাদীস লক্ষ্য করেন যাতে স্বামীগণকে স্ত্রীগণের মন রক্ষা করা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম পদ্ধা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাসক ও অধীনস্তদের হক

শাসক বলতে বাদশাহ, তার নায়ের ও কর্মকর্তা ইত্যাদি এবং অধীনস্ত বলতে প্রজাসাধারণ ও চাকর নওকর ইত্যাদি শামিল। শাসকের দায়িত্ব হলো—

(১) অধীনস্ত তথা প্রজাসাধারণের উপর কোন অসাধ্য ও কঠিন নির্দেশ চাপাইয়া না দেওয়া।

(২) অধীনস্তদের মধ্যে কোন সমস্যা বা ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে

পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে ন্যায়সংগতভাবে তার মীমাংসা করে দেওয়া।

(৩) সর্বদিক থেকে তাদের শাস্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং বিচার প্রার্থী ও অভিযোগকারীদেরকে নির্বিশ্বে তার সাথে সাক্ষাতের সুব্যবস্থা করা।

(৪) শাসকদের ব্যাপারে প্রজাদের কোন ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে তা শুধু করে দেওয়া।

শাসকের প্রতি অধীনস্তদের দায়িত্ব

(১) সর্বদা শাসকের মঙ্গল কামনা ও শরীয়তসম্মত কাজে তার আনুগত্য করতে থাকা।

(২) শাসক যদি স্বত্বাব বিরোধী কোন কাজ করে ফেলে তাহলে সমালোচনা বা বদদোআ না করে দৈর্ঘ্য ধারণ করা এবং তার মেয়াজ শাস্তি ও কোমল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোআ করতে থাকা এবং নিজেরা যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে থাকা। ফলে আল্লাহ তাআলাও শাসকের দেল নরম করে দিবেন। ইহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(৩) শাসকের উচ্ছিলায় শাস্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

(৪) ব্যক্তি স্বার্থের জন্য শাসকের সাথে বিদ্রোহ করা যাবে না। তাছাড়া দাসদাসীদের খোরপোশের ব্যবস্থা করা মালিকের দায়িত্ব। মালিককে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া দাসদাসীদের জন্য হারাম। অন্যান্য প্রজাসাধারণ স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে যতদিন থাকবে, ততদিনই কেবল দেশের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবে আর দেশ ছেড়ে চলে গেলে তার কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না এবং তখন সৈ দেশের শাসকের হক আদায় করতে হবে না।

শুশুরকুলের আত্মীয়দের হক

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বংশীয় সম্পর্কের সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। এতে বুদ্ধা যায় যে, শুশুর-শাশুড়ী, শ্যালক, ভদ্রিপতি, জামাতা, বউমা এবং স্ত্রীর পূর্বেকার সন্তানের প্রতিও কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে। তাই আচার-ব্যবহারে এদের ব্যাপারেও বিশেষত্ব থাকা চাই।

সাধারণ মুসলমানের হক

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কিছু হক রয়েছে। প্রসিদ্ধ হাদীস গৃহিৎ ‘তারীব’ এ হ্যরত আলী (রাঃ)র সূত্রে নিম্নোক্ত হকসমূহ বর্ণনা করেছেন।

(১) কোন মুসলমান ভাই কোন ভুল-ক্রটি বা অন্যায় করলে মাফ করে দিবে।

(২) কোন মুসলমান ভাই বিপদগ্রস্ত হলে দয়া প্রদর্শন করবে।

(৩) দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে।

(৪) কোন মুসলমান কোন ওজর পেশ করলে বা মাফ চাইলে তা গ্রহণ করবে।

(৫) কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তা মোচন করবে।

(৬) সর্বদা তার মঙ্গল কামনা করতে থাকবে।

(৭) সকল মুসলমানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করবে।

(৮) তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন ও যত্নবান থাকবে।

(৯) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।

(১০) মৃত্যুর পর জানায়ায় উপস্থিত হবে।

- (১১) দাওয়াত কবুল করবে।
 (১২) হাদিয়া গ্রহণ করবে।
 (১৩) উপকারের প্রতিদিন দিবে।
 (১৪) তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে।
 (১৫) সুযোগ পাইলে তার সাহায্য সহযোগিতা করবে।
 (১৬) তার পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।
 (১৭) তার অভাব দূর করবে।
 (১৮) কোন আবেদন পেশ করলে তা মন্তব্য করবে।
 (১৯) তার সুপারিশ গ্রহণ করবে।
 (২০) তাকে কখনো কোন ব্যাপারে নৈরাশ করবে না।
 (২১) হাঁচির জ্বাবে আলহামদুলিল্লাহ বললে প্রতিউত্তরে ইয়ার
হামুকাঞ্চাহ বলবে।
 (২২) কারো হারান বল্ল তার কাছে পৌছাইয়া দিবে।
 (২৩) সালামের উত্তর দিবে।
 (২৪) অত্যন্ত বিনয় ও নম্বৰভাবে কথা বলবে।
 (২৫) তার সাথে সম্বুদ্ধহার করবে।
 (২৬) কোন ব্যাপারে কসম করলে তা পূরা করবে।
 (২৭) কেউ তার উপর অত্যাচার করলে তাকে সাহায্য করবে এবং
সে কারো উপর অত্যাচার করলে তাকে বাধা দিবে।
 (২৮) তার সাথে ভালবাসা ও প্রেম প্রীতির সম্পর্ক রাখবে—শক্রতা
রাখবে না।
 (২৯) কোন মুসলমানকে অপমান করবে না।
 (৩০) নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্য মুসলমানের জন্যও তা
পছন্দ করবে।

- অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে,
 (৩১) সাক্ষাৎ হলে সালাম ও মোসাফাহ করবে।
 (৩২) ঘটনাক্রমে কোন মনোমালিন্য হয়ে গেলে তিন দিনের অধিক
কথা বক্ষ রাখবে না।
 (৩৩) কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখবে না।
 (৩৪) কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না। যথাসন্ত্ব সৎকাজের
আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।
 (৩৫) যথাসন্ত্ব সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করতে
থাকবে।
 (৩৬) ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করবে।
 (৩৭) দুই মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হলে পরম্পর আপোষ করে দিবে।
 (৩৮) গীবত করবে না।
 (৩৯) কারো জন-মাল এবং ইজ্জতের ক্ষতিসাধন করবে না।
 (৪০) যানবাহনে আরোহন করতে না পারলে বা মালামাল উঠাতে না
পারলে তাকে সাহায্য করবে।
 (৪১) মজলিসে একজনকে সরাইয়া দিয়া তার স্থানে বসবে না।
 (৪২) তৃতীয় ব্যক্তিকে সরিয়ে রেখে দুই জনে কানে কথা
বলবে না।
 উল্লেখ্য যে, উপরে যাদের হকের কথা বলা হয়েছে তাহলো বিশেষ
হক এবং সাধারণ হকসমূহ তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে।

প্রতিবেশীর হকসমূহ

সাধারণ মুসলমান ছাড়াও যারা আরও নিকটস্থ তাদের হক সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশী হবে। যেমন—প্রতিবেশী। এদের হক হলো—

- (১) তাদের সাথে সর্বদা সন্দৰ্ভহার করা।
- (২) তাদের পরিবারবর্গের ইজজত ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা।
- (৩) মাঝে মধ্যে তাদের ঘরে কিছু হাদিয়া পাঠাতে থাকা। বিশেষতঃ প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যের ব্যবস্থা করা।
- (৪) তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া এবং ছেটখাট ও সামান্য ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি না করা। প্রতিবেশীর কষ্ট লাঘবের জন্যই শরীয়ত শোফতা? তথা প্রীএম্বিনের (অন্যের পূর্বে ক্রয় করার অধিকার) নিয়ম চালু করেছে।

উল্লামাগণের অভিমতঃ নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে যেমন কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী থাকে তেমনি সফরেও প্রতিবেশী থাকে। অর্থাৎ সফরে যাত্রা করার সময় যারা সফরসঙ্গী রূপে সাথে আসে কিংবা পথিমধ্যে সঙ্গে যোগদান করে তারাও প্রতিবেশীর অস্তর্ভুক্ত। সফরের প্রতিবেশীর হক স্থানীয় প্রতিবেশীর হকেরই অনুরূপ।

সারকথা সফরসঙ্গীর আরাম আনন্দ ও শাস্তিকে নিজের আরাম আনন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া। অনেকেই যানবাহনে চলাফেরা ও আরোহনের সময় অন্যের সাথে বাড়াবাড়ি করে; এটা বড়ই খারাপ। এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

এতিম ও অসহায়দের হক

যারা পরনির্ভরশীল, যেমন এতিম, বিধবা, অসহায়, দুর্বল, রুগ্ন, পঙ্গ ইত্যাদি। এদেরও অতিরিক্ত কিছু হক রয়েছে। যেমন—

হক্কুল ইসলাম

- (১) তাদের আর্থিক সহযোগিতা করা।
- (২) নিজে খাটিয়া তাদের কাজ করে দেওয়া।
- (৩) বিপদাপদে তাদেরকে সামুদ্রনা দেওয়া ও
- (৪) কোন কিছু প্রার্থনা করলে তাদেরকে বিমুখ না করা।

মেহমানের হক

মেহমানেরও কিছু হক আছে। যেমন—

(১) মেহমান আসার মুহূর্তে আনন্দ প্রকাশ করা এবং বিদায়কালে অস্তর্ভুক্তে বাড়ির শেষট পর্যন্ত আগাইয়া দেওয়া।

(২) নিতাপ্রয়োজনীয় সামান পত্রের ব্যবস্থা করে তার আরামের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

(৩) মেহমানের সামনে বিনয়—ন্যৰতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা এমনকি নিজ হাতে তার সেবা করা।

(৪) অস্তর্ভুক্তে একদিন তার জন্য এতটুকু উত্তম আহারের ব্যবস্থা করা যাতে নিজেরও তেমন প্রেরণানী ভোগ করতে না হয় এবং মেহমানও লজ্জিত না হয় এবং কমপক্ষে তিনদিন যাবত সাধারণ মেহমানদারী করা। এতটুকু তার প্রাপ্য হক। অস্তর্ভুক্তের মেয়বানের যতদিন সক্ষম মেহমানদারী করবে। তবে মেহমানের কর্তব্য হলো বেশী দিন অবস্থান করে কিংবা অন্য কোন প্রকারে মেয়বানকে বেকায়দায় না ফেলা। থাকা খাওয়া ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা মেহমানের জন্য উচিত নয়।

বন্ধু-বান্ধবের হক

অনুরূপভাবে যাদের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব রয়েছে পৰিত্ব কুৱামে তাকেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উল্লেখ কৰা হয়েছে। তাৰ হক হলো—

(১) কাৰো সাথে বন্ধুত্ব কৰতে হলৈ প্ৰথমে তাৰ আকীদা বিশ্বাস ও আমল-আখলাক ভালভাবে যাঁচাই কৰে নিবে। যদি সবদিক দিয়া সে উপযুক্ত হয় ; তবে তাৰ সাথে বন্ধুত্ব গড়বে অন্যথায় এমন লোকদেৱ সঙ্গ ত্যাগ কৰা জৰুৱী। অসংসঙ্গ থেকে দূৰে থাকাৰ ব্যাপারে জেৱ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। সমপৰ্যায়েৱ চৱিত্বান লোকেৱ সাথে বন্ধুত্ব কৰলে কোন অসুবিধা হয় না। বৰং এমন বন্ধুত্বই দুনিয়াৰ চাহিতে বড় আৱামেৰ বস্ত।

(২) জন-মাল সবকিছু দিয়া উপকাৰ কৰতে ত্ৰুটি কৰবে না।

(৩) বন্ধুৰ নিকট থেকে তোমাৰ স্বত্ব বিৱোধী কোন আচৰণ হয়ে গোলৈ তা ক্ষমা কৰে দিবে। ঘটনাক্ৰমে যদি কখনো বন্ধুৰ সাথে মনোমালিন্য হয়ে যায় তাহলে তাৰ সমাধা কৰে নিতে বিলম্ব কৰবে না। বন্ধুৰ সাথে হাসি-গল্প কৰা বড়ই আনন্দদায়ক। তাই বলে সৰ্বদা তা নিয়া ব্যস্ত থাকবে না।

(৪) বন্ধুৰ মঙ্গল কামনায় কোন প্ৰকাৰ ত্ৰুটি কৰবে না। তাকে সৎপৰামৰ্শ দিবে এবং তাৰ সৎপৰামৰ্শ গুৰুত্বেৱ সাথে শুনবে। যদি তা গ্ৰহণযোগ্য হয় তবে গ্ৰহণ কৰবে।

উল্লেখ্য যে, এই উপমহাদেশে পালক সন্তানকে সৰ্বক্ষেত্ৰেই ঔৱসজ্ঞত সন্তানেৰ ন্যায় মনে কৰা হয় ; শৰীয়তে ইহার কোন ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ পালক সন্তান বা মুখ্তদকাৰ সন্তানেৰ হক বন্ধুদেৱ চেয়ে বেশী নয়। বড়জোৱ একে বন্ধুত্বেৱ পৰ্যায়ে রাখা যায়। পালক সন্তানেৰাও সহায় সম্পত্তি কোন কিছুৰই উত্তোলিকণী হবে নাই। মনে রাখতে হবে সম্পদ বন্টনেৰ শৰীয়ত

হকুকুল ইসলাম

যে নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰে দিয়েছে তাৰ ব্যতিক্ৰম কৰাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। যাকে ইছা দিবে আৱ যাকে ইছা বঞ্চিত কৰবে এ অধিকাৰ কাৰো নাই।

নিজেৰ উপৱ আৱোপিত হকসমূহ

যেসব অধিকাৱেৰ কথা আলোচনা কৰা হলৈ তা পালন কৰা পূৰ্ব থেকেই মানুষেৰ যিম্মায় জৰুৱী। তা ছাড়া এমন কিছু হকও আছে যা মানুষ নিজেই নিজেই উপৱ চাপিয়ে নেয়। তন্মধ্যে কিছু হলৈ আল্লাহৰ হক, যা তিনি প্ৰকাৱ—

প্ৰথম প্ৰকাৱ— এমন সব হক যা ইবাদত বলেগী হওয়াৰ কাৱণেই মানুষেৰ উপৱ অপৰ্যাপ্ত হয়। যেমন, কোন মাকসুদ পূৰ্ণ হওয়াৰ জন্য মানুষত কৰা, কোন উদ্দেশ্যমূলক এবাদতেৰ জন্য মানুষত কৰলে তা পূৰা কৰা ওয়াজিব। আৱ উদ্দেশ্যমূলক ইবাদতেৰ মানুষত না হলে তা পূৰা কৰা মুস্তাবাব। আৱ যদি শৰীয়ত অনুমোদিত কোন কাৰ্জেৰ মানুষত হয় তাহলে এই ধৰনেৰ মানুষত কৰলে তা পূৰা কৰা হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাৰো জন্য মানুষত কৰা সম্পূৰ্ণ হারাম।

দ্বিতীয় প্ৰকাৱ— যেসব হকেৰ কাৰণ শৰীয়ত অনুমোদিত কোন জিনিষ হয়ে থাকে যেমন কোন কোন জায়েয় কসমেৰ কাফফারা বা মুসাফিৰ ও রুগ্নীৰ রম্যানেৰ রোয়া কায়া কৰা ইত্যাদি এই ধৰনেৰ হক আদায় কৰা অবশ্য কৰ্তব্য।

তৃতীয় প্ৰকাৱ— যেসব হক গুনাহেৰ কাৰণে মানুষেৰ উপৱ আৱোপিত হয় যেমনঃ কাৰণ ছাড়া রম্যানেৰ রোয়া ভেঙ্গে ফেলা। ভুলবশতঃ কাহাকেও হত্যা কৰাৰ কাৰণে অথবা নিজেৰ স্ত্ৰীকে মাৰ সাথে তুলনা কৰাৰ কাৰণে সে ব্যক্তিৰ উপৱ যে শাস্তি ওয়াজিব হয়। এ ধৰনেৰ হকগুলো আদায় কৰা ওয়াজিব।

এতে বুখা দেল যে, মত্ত্যুর সময় বিশেষ কোন সন্তানকে সম্পদ না দেওয়ার অসিয়ত করার যে প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ণ শরীয়তের ব্যতিক্রম।

অমুসলমানদের হক

আত্মীয় বা মুসলমান না হওয়া সঙ্গেও শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে
অমুসলমানদেরও কিছু হক আছে। তাহলো—

(১) নিরপরাধ কোন অমুসলমানকে দৈহিক বা আর্থিক কোনপ্রকার
কষ্ট দিবে না।

(২) শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়া কোন অমুসলমানের সাথে কটু
কথা বলবে না।

(৩) কোন অমুসলিম বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে। শুধুর্ত
হলে খাদ্য দিবে আর অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

(৪) শরীয়ত সমর্থিত শান্তি দিতে হলে কোনপ্রকার জুলুম বা সীমা
লংঘন করবে না। তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবে।

পশু-পাখির হকসমূহ

পশু-পাখির হক হলো— (১) যুক্তিসংগত প্রয়োজন ছাড়া এদেরকে
আটকাইয়া রাখবে না। বিশেষতঃ বাচ্চাদেরকে বাহির করে আনা এবং
তাদের মা-বাপকে পেরেশান করা বড়ই নির্দ্যতা।

(২) যেসব প্রাণী মানুষের উপকারে আসে তাদেরকে অনর্থক হত্যা
করবে না।

(৩) যেসব প্রাণী কাজে নিয়োজিত তাদেরকে নিয়মিত আহার দিবে

এবং তাদের আরামের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের দ্বারা
সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ নিবে না।

(৪) কোন জানোয়ার জবেহ করতে হলে কিংবা কষ্টদায়ক হওয়ার
দরুণ হত্যা করতে হলে ধারালো অস্ত্র দ্বারা শান্ত-শিষ্ট ভাবে যত
তাড়াতাড়ি সভ্য কাজ সেরে ফেলবে। ভুখা রেখে কিংবা কষ্ট দিয়ে
সেগুলোকে মারা বা জবেহ করা যাবে না।

যেসব হক মানুষ নিজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে চাপাইয়া লয় এবং
যেগুলো বাদ্যার হকের শামিল সেগুলোও তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার— যেসব হক এবাদত হওয়ার কারণেই জরুরী হয়েছে
যেমন— ওয়াদা করলে তা যথাযথ পালন করা। হাদীস শরীফে ওয়াদা ভঙ্গ
করাকে মুনাফেকের আলামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার— যেসব হক শরীয়ত অনুমোদিত কোন বস্তু হওয়ার
কারণেই জরুরী হয়েছে যেমন— খাণ্ডন্যায়ী জিনিস আদায় করা। বিক্রিত
মাল ক্রেতার হাতে হাতে তুলে দেওয়া। বিবাহিতা মহিলাকে স্বামীর নিকট
অর্পণ করা, মহরের ধূম পরিশোধ করা, শ্রমিক মজুরের পারিশ্রমিক আদায়
করা। আমানত প্রকৃত মালিকের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। এসব
আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার— যেসব হক গোনাহের কারণে মানুষের উপর অর্পিত
হয়। যেমন কাহাকেও হত্যা করা, কারো ধনসম্পদ লুঠন করা, চুরি-ভাকাতি
করা, আমানতের খেয়ানত করা, গীবত করা, পরনিন্দা করা, কাহাকেও
গালি দেওয়া এ ধরনের হক মাফ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ
চাহিতে হবে অন্যথায় পরকালে কঠিন আয়াব ভোগ করতে হবে।

উপসংহার

বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার যেইসব হক অর্পিত হয়, যদি এগুলো ইবাদত সম্পর্কীয় হয় তবে সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে যেমন—নামায, রোমা, যাকাত ইত্যাদি। এখনই আদায় করার মত সুযোগ না থাকলে সুযোগ হওয়ামাত্রই আদায় করবে। এতে কোনপ্রকার অলসতা বা অসতর্কতা অবলম্বন করবে না। আর যদি এগুলো কোন গোনাহ সম্পর্কীত হয় তাহলে আস্তরিকতার সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাইবে। আল্লাহত্তাআলা মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আর যদি বন্দার হক হয় তাহলে সম্ভব হলে আদায় করবে না হয় মাফ করিয়ে নিবে। যেমন—খণ্ড বা গচ্ছিত আত্মসাং করা সম্পদ ইত্যাদি। আর যদি আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট মাফ চেয়ে নিবে যেমন—গীবত করা, পরামিদা করা।

আর যদি যুক্তিসম্ভব কারণবশতঃ হক আদায় করার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ না থাকে তবে সর্বদা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা হয়ত পরকালে এদেরকে খুশী করে দিবেন এবং ইহারাও খুশী হয়ে তোমাকে মাফ করে দিবে। যতক্ষণ আদায় করার বা দোআ করার শক্তি থাকে ততক্ষণ দোআ করতে বা আদায় করতে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। যদি নিজের কোন হক অন্যের কাছে পাওনা থাকে এবং সে ব্যক্তির পক্ষে আদায় কর সম্ভব হয় তবে নম্র ও ভদ্র ভাষায় চেয়ে নিবে। আর যদি হক পাওয়ার আশা না থাকে বা আদায় যোগ্য না হয় (যেমন গীবত ইত্যাদি) তাহলে পরকালে এর বিনিময়ে অনেক সওয়াবের অবিকারী হবে এবং ক্ষমা করা ও সর্বেত্তম। বিশেষ করে যারা ক্ষমাপ্রাপ্তী হয় এদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবে।

সমাপ্ত

إِرَأَةُ الرَّبِّينَ عَنْ حُقُوقِ الْوَالِدِينِ

হৃকুল ওয়ালিদাইন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হামদ ও সালাতের পর,

ইসলাম প্রিয় ভাই-বন্ধুগণের সমীপে লেখকের আয়জ এই যে, বছ দিন যাবৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, অনেকেই মাতাপিতার হক আদায়ের ব্যাপারে এত বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে, যদ্বারা অন্যান্য হকদারদের হক বিনষ্ট করে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। এবৎ এ কাজকে উত্তম মনে করে তারা বলে যে, মাতাপিতার অনুগত হতে ইসলাম আমাদেরকে এ ধরনের শিক্ষাই দিয়েছে। তাদের বক্রবিচেচনার স্পষ্টকে তারা কুরআন-হাদীসের প্রমাণাদীও পৈশ করে থাকে। তাদের এ অশোভনীয় আচরণে অন্তর ব্যাথা ব্যথাতুর হয়ে উঠে।

মহান রাবুল আলামীনের অপার কৃপায় এ ব্যাপারে একটি পুস্তিকা রচনার আগ্রহ জন্মে, পরম করণাময় আল্লাহর দরবারে পুস্তিকাটির শুভ সমাপ্তি এবৎ সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য দোআ করি।

বইটির শেষাংশে একটি জরুরী পরিশিষ্ট সংযোজিত হবে, যাতে স্বামী-স্ত্রী ও উত্তাদের হকের ব্যাপারে অতিরিক্ত করণের বর্ণনার পর তার সঠিক দিক নির্দেশনা সুষ্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়ই হলো পুস্তিকাটির মূল উদ্দেশ্য তথাপি আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ও এতে বর্ণিত হবে। আমাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে স্থীর বন্দেগী ও দাসত্বের

জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরও সর্বক্ষণিক ও সর্বোত্তমভাবে সেই মহান সৃষ্টিকর্তারই আনুগত্য স্থীকার করা অপরিহার্য। আর অন্যান্যদের আনুগত্য যা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য আবশ্যিকীয় করে দিয়েছেন তা হবে শুধুমাত্র এর তাবে ও অনুগত হিসাবে। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সর্বদা অধীন এবং উদ্দেশ্য কারণের উপর প্রাধান্য পাবে। যদি উসিলা বা মাধ্যম এবং নকল বা শাখা জিনিসের আনুগত্য করতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্যের আনুগত্যে বিস্ম সৃষ্টি হয় তাহলে তেমন আনুগত্য দোষগীয় ও অবৈধ। যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। মূল জিনিস শাখা হওয়া এবং শাখা-জিনিস মূল বা আসল হওয়া আবশ্যিকীয় হবে যা স্বত্ববিরুদ্ধ, প্রত্যাখ্যাত, উদ্দেশ্য বহিভূত।

সুতরাং উক্ত মুস্তিনিরিখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আসল উদ্দেশ্যকে প্রমাণিত করা হবে। গভীর চিন্তা ও বিবেচনা দ্বারা বুকাতে ঢেঠা করুন। এ পুস্তিকাটি বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেরই ভ্রান্তি নিরসনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করন।

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَيَهْدِي السَّبِيلَ - اللَّهُمَّ تَقْبِلْ مِنِّي إِنِّي
أَنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدِينِ احْسَانًا .
إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّاهُمَا فَلَا تُنَزِّلْ لَهُمَا
مَسْأَلَةً لَا تَتَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُّ أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّنِي صَغِيرًا .
رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّ
لِلَّادِيْنِ غَفُورًا وَأَنْتَ دَا الفُرِبِيْ حَقَّهُ وَالْمُسِكِيْنُ وَابْنُ
السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِرْ تَبْدِيرًا .

অর্থঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া আর কারো এবাদত করো না, এবং পিতামাতার সাথে সম্বৃহার কর, তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবন্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলো না।

এখানে বার্ধক্যের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হলো গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা সে অবস্থায় সম্মান প্রদর্শনই বেশী প্রযোজ্য। তদুপরি সে অবস্থায় তারা খেদমতেরও অধিক মুখাপেক্ষী হয় এবং তখন সন্তান অধিক দয়াব্রতবশতঃ ক্রোধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুনা বার্ধক্যে উপনীত না হলেও তখনকার জন্য এ হকুম প্রযোজ্য।

সূরা লুকমানের আয়ত—

وَصَاحِبُهُمَا فِي الْأَنْتِي مَعْرُوفًا۔

(এবং দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চল) প্রমাণ করে যে, এ আদেশটি শর্তাধীন নয় বরং ব্যাপক। কারণ, মা-বাপকে কষ্ট দেয়া আদিষ্ঠ সদ্ব্যবহারের পরিপন্থী। আর বৃক্ষ বয়সে মা-বাপের সঙ্গে যে শব্দ ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে তা কষ্ট প্রদানের শামিল। সুতরাং মা-বাপকে 'উফ' বলো না, তাদেরকে ধূমক দিও না, সম্মানের সঙ্গে কথা বলো, তাদের সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দাও (অর্থাৎ বিনয় প্রদর্শন কর) এবং এ দুআ কর যে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি তুমি রহম কর যেমন আমাকে তারা ছোটবেলায় লালন-পালন করেছে। তোমাদের অস্তরে কি আছে, তোমাদের রব তা ভালো করেই জানেন। (অর্থাৎ তোমরা নিজের সৌভাগ্য মনে করে মাতাপিতার খৈদমত করছ, নাকি বোঝা মনে করে তা আল্লাহ তাআলার ভালো করেই জানা আছে তবে যদি সৌভাগ্য মনে করে নেক নিয়তেই তা কর আর কখনো রাগের মাথায় কোন অসম্মতি প্রকাশ করে বস এবং পরে আমার কাছে তাওড়া করে নাও ও সন্তুষ্ট হলে তাদের কাছেও মাফ চেয়ে নাও ; তাহলে আমি তা ক্ষমা করে দেব। আর যদি তাদের কাছে মাফ চাওয়া সন্তুষ্ট না হয় ; তাহলে তাদের জন্য বেশী করে গোনাহ মাফের দোআ করতে থাক ; কিয়ামতের দিন মাফ করে দেব।)

আত্মীয়-স্বজন অসহায় এবং মুসাফিরকে তাদের হক প্রদান কর। (আল্লাহ তাআলা ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য মাতাপিতার হকের সাথে সাথে অন্যদের হক আদায় করাও ফরয করে দিয়েছেন। কারণ, এত গুরুত্ব সহকারে মাতাপিতার আনুগত্যের আদেশ দেখে কেউ-অন্য কারো হক আদায় করাকে সাধারণ বিষয় মনে করে তাতে অবহেলা করাও উ

মাতাপিতার সন্তোষকে অগ্রাধিকার দেয়ার সন্তুষ্ট ছিল। যেমন ৪ মা-বাপ বলত যে, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে কষ্ট দাও। ওয়াজিব পরিমাণ ভরপুর-পোষণে ঘাটতি কর ; তাহলে মাতাপিতার আদেশ পালনার্থে সে তা করতে শুরু করত। এ কারণে পরম দয়ালু আল্লাহ পাক এ কথা বলে দিয়েছেন যে, সবকিছুরই একটা 'সীমা' আছে। মাতাপিতার কারণে অন্য কারো হক নষ্ট করা যাবে না। আপন আপন স্থানে প্রত্যেকেরই হক আদায় করতে হবে।)

ফারেদো ৪ এ আয়ত দ্বারা মা-বাপকে 'উফ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু এ শব্দই নয় বরং যেসব আচরণ ও উচ্চারণ দ্বারা মাতাপিতার মনে কষ্ট আসে তাই এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। ফেকাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এতে মাতাপিতার মনে কষ্ট আসে। অর্থাৎ—এ 'উফ' শব্দ এবং এ ধরণের অন্য যে শব্দ দ্বারা মা-বাপের মনে কষ্ট আসে তাই নিষিদ্ধ।

মেটকথা, মূল বিধান হলো, যে সব আচরণ বা উচ্চারণ দ্বারা মাতাপিতার কষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে তা ব্যবহার করা সন্তুষ্ট জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম আর যেসব আচরণে কষ্ট না হয় তা নিষিদ্ধ নয়। সর্বক্ষেত্রে এ কারণ ও বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কারণটিই সব বিধানের মূল ভিত্তি। এ উফ শব্দ বা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ যদি কোন সম্প্রদায়ে সম্মানার্থে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম থাকে ; তাহলে মা-বাপের বেলায় তা ব্যবহার করার অনুমতি থাকবে।

যেসব বিষয়ে মাতাপিতার আদেশ পালন করা জরুরী নয়

(১) যে সফর এমন হয় যাতে প্রাণহনির প্রবল আশংকা নেই (ব্যবসা, হজ্জ ইত্যাদির সফর যদি তা ফরয বা ওয়াজিব না হয়); মাতাপিতার অনুমতি ছাড়াই সে সফর জায়েয আছে। মাতাপিতা সে সফর করতে নিষেধ করলে তাদের কথায সফর বর্জন করা জরুরী নয়। দুরবে
মুখতার ও আলমগীরীতে এ মাসআলা উল্লেখ রয়েছে। আর যে সফর ফরয
বা ওয়াজিব তাতে মা-বাপের নিষেধাজ্ঞা পালন করার তো প্রশ্নই আসে
না। এ বিধান সে অবস্থার জন্য প্রয়োজ্য যখন মা-বাপের জরুরী
খেদমতের প্রয়োজন না থাকে। হয়ত আদৌ খেদমতের প্রয়োজন নেই
অথবা প্রয়োজন আছে কিন্তু খেদমত করার মত অন্য লোক আছে। কারণ,
উপরোক্ত দুটি সূরতে মাতাপিতার কেন কষ্ট বা অসুবিধ হওয়ার সত্ত্বাবন
নেই। বিধায় এ দু সূরতে মাতাপিতার মতের বিরুদ্ধে কাজ করা
জায়েয—হারামও নয় মাকরাহও নয়।

(২) মা-বাপের যদি আবশ্যিকীয প্রয়োজনের জন্য (যাকে শরীয়ত
আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে যেমন ৩ খাদ্য, পোশাক, ঝুঁতি পরিশোধ) অর্থের
প্রয়োজন না হয় এবং সত্ত্বানের কাছে নিজের জরুরী হাজতের চেয়ে
বেশী অর্থ-সম্পদ থাকে আর মা-বাপ সত্ত্বানের কাছে অর্থ-সম্পদ তলব
করে; তাহলে এমতাবস্থায মা-বাপকে অর্থ-সম্পদ দেয়া সত্ত্বানের জন্য
জরুরী নয়।

(৩) মা-বাপ যদি খেদমতের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও নফল ইবাদত
করতে নিষেধ করে বা অন্য কোন অপ্রয়োজনীয কাজ করতে নিষেধ করে,
তাহলে সত্ত্বানের জন্য তাদের কথা মানা জরুরী নয়। তবে যদি মা-বাপের

হৃকুল ওয়ালিদাইন

খেদমতের প্রয়োজন থাকে এবং খেদমত করার মত অন্য লোকও নেই,
আর নফল ইবাদত করতে গেলে মা-বাপের কষ্ট হয়; তাহলে নফল ত্যাগ
করে মা-বাপের খেদমত করা সত্ত্বানের জন্য ওয়াজিব।

(৪) মাতাপিতা যদি হৃকুল (বা অন্য কোন ধূম) পানে অভ্যন্ত হয় তা
আর তা কেন রোগ বা অন্য কোন উচ্চারণে কারণে না হয়; আর মা-
বাপ হৃকুল প্রস্তুত করে দেয়ার ভক্তি করে (হৃকুল পান করা মারাত্মক
মাকরাহে তানয়িহী। তবে যদি বিশেষ কোন হৃকুল হয় এবং তত্ত্বার কোন
ক্ষতি বা মুখে দুর্বল হওয়ার আশংকা না থাকে কিংবা এমন কোন রোগ
হয়, হৃকুল ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ দ্বারা যার নিরাময় অসম্ভব হয়; তাহলে
তা জায়েয আছে। মাজালিসুল আবরার প্রণেতা অত্যন্ত তাহবীক ও
তাফসীলের সাথে হৃকুল অপকারিতা প্রমাণ করেছেন) এমতাবস্থায তাদের
আদেশ পালন করা সত্ত্বানের জন্য জরুরী নয় বরং একটি মাকরাহ কাজে
লিপ্ত হওয়ার শামল, শরীয়তে যা নির্দলীয়। আর প্রয়োজনের অবস্থায়,
যার তাফসীল উপরে বলা হয়েছে; তাদের আদেশ পালন করা ওয়াজিব।

(৫) যদি কারো স্ত্রীর আচরণে তার মা-বাপের কোন কষ্ট ও অসুবিধা
না হয়, এমতাবস্থায মা-বাপ যদি তাকে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়ার
আদেশ করে; তাহলে মা-বাপের এ আদেশ পালন করা সত্ত্বানের উপর
জরুরী নয়। বরং এক্ষেত্রে তালাক দেয়া স্ত্রীর উপর এক ধরনের জুলুম।
তালাক আলাহ আলালার নিকট বড়ই অপছন্দনীয় জিনিস। একান্ত
নিরপায় অবস্থার জন্যই তা জায়েয রাখা হয়েছে। অথবা তালাক দেয়া
জুলুম ও মাকরাহে তাহবীমী। সম্পর্ক গড়ার জন্যই তো বিবাহ। সুতরাঙ
যুক্তিসংজ্ঞত কারণ ব্যতীত এ সম্পর্ক ছিন করা জায়েয হতে পারে না।

(৬) মা-বাপ যদি কোন গুনাহের কাজ করার আদেশ দেয় যে, তুমি

অমুক গুনাহ কর। যেমন ৪ বলল যে, হকপঞ্চাদের সহায় সহযোগিতা করোনা, যাকাত দিও না কিংবা দ্বিনি শিক্ষা অর্জন করো না ইত্যাদি। তাহলে মা-বাপের কথা মানা হারাম এবং তার বিরুদ্ধাচারণ করা ফরয। তবে যদি তাদের সত্যিই কোন কষ্ট হয়, যেমন ৫ তারা অসুস্থ। খেদমত করার কেড়ে নেই। নামায়েরও সময় যদি তাদের দেখাশুনা করা না হয়, তাহলে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে; এমতাবস্থায় যদি তারা নামায কায়া করতে বলে, তাহলে কায়া করবে। পরে কেন এক সময় কায়া পড়ে নিবে। আর যদি নিজেদের (বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য) কোন জরুরী প্রয়োজনের জন্য মুস্তাহাব কাজ করতে বাধা দেয়; তাহলে তাদের হৃকুম তামীল করা ওয়াজিব। কিন্তু অথবা বাধা দিলে ওয়াজিব নয়।

(৭) মা-বাপ যদি বলে যে, তুমি আমাদের অমুক সন্তানকে (যে অভাবী নয়) এত টাকা দিয়ে দাও, তাহলে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা দেয়া ওয়াজিব নয়।

এ যাবত এ কথাই বলা হলো যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশ পালন করা ওয়াজিব আর কোথায় নিয়ন্ত্রণ এবং কোথায় জায়েয়। মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে মা-বাপের আনুগত্য জরুরী নয়।

মা-বাপের সঙ্গে সম্ব্যবহার করার সঠিক অর্থ

মা-বাপের সঙ্গে সম্ব্যবহার করা নামায, রোয়া, হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা উন্নত হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। একে হাদীস বলাও জায়েয় নাই। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ফাওয়ায়েদে মাজমুআয় এ কথাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তদুপরি এ বক্তব্য শরয়ী নীতিমালারও পরিপন্থী। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে।

মিশকাত শরীফে 'আলবির ওয়াসিলাহ' অধ্যায়ে তিরমিঝী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মাতাপিতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ মাতাপিতা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট আর মাতাপিতা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট)

ফায়েদা ৪ এ হাদীস থেকে এ ধারণা সাঠি হয় যে, সব কাজই মা-বাপের খুশীমত করতে হবে। অন্যথায় গুনহার হতে হবে। অর্থাত ব্যাপারটি এমন নয়। তাই হাদীসে তাৎপর্য এই হবে যে, যেসব ব্যাপারে মা-বাপের আনুগত্য করতে শরীয়াত নির্দেশ দিয়েছে সেসব বিষয়ে কোন ক্রটি হলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন সন্তানকে নাফরামান তখনই বলা যাবে যখন সে মা-বাপে জরুরী হক আদায় না করবে। অতএব এ বিধানটি শর্তমুক্ত নয় বরং প্রথমে যে রীতি স্থির করা হয়েছিল তারই অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যে কাজ করলে মাতাপিতার কষ্ট হয় তা করা ওয়াজিব।

বলা বাহ্যিক যে, সন্তান ও স্ত্রীকে যদি সর্বক্ষেত্রে মাতাপিতা ও স্বামীর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হতো, তাহলে বহু লোক মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেশী থেকেই বাধ্যত হয়ে যেত এবং প্রকৃত মাহবুবের স্মরণ ও তার যিকিরের আসল স্বাদ ও উচ্চ মর্যাদা হতে মাহরাম রয়ে যেত।

মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাক বলেন ৫

وَمَا كَلَّفْتُ لِجِنَّةً وَالإِنْسَانَ لِيَعْبُدُونَ.

মানুষ ও জিন জাতিকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

আর হাদীসে কুদ্সীতে বলা হয়েছে :

كُنْتَ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَبْيَثُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

অর্থাৎ আমি লুকায়িত ভাণ্ডার ছিলাম। অতঙ্গের আত্মপ্রকাশের বাসনা জাগলে আমি মাখলুক সৃষ্টি করি।

এতে প্রমাণিত হলো, ইবাদতে ইলাহী এবং মারেফতে মাহবুবই সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। তাই সর্বক্ষেত্রে একে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মা-বাপের আদেশে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিবে কিনা

হযরত আবুদ্বারদা (রায়িং) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমার মা আমাকে আদেশ করছেন। (তাকে আমি তালাক দেব কি?) উত্তরে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাপ (এবং মা) বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা। এবার তোমার ইচ্ছা হলে দরজা সংরক্ষণ করতে পার, নষ্টও করতে পার। (তি঱মিয়ী, ইবনে মাজাহ)

বলা বাহল্য যে, উক্ত লোকটির স্ত্রীর দ্বারা তার মায়ের সত্যিই কষ্ট হতো। তাই সে তালাক দেয়ার আদেশ করে। অন্যথায় অথবা তালাক দেয়ানো জুলুম এবং জুলুমের কাজে সাহায্য করাও জুলুম।

অনুকূলভাবে হযরত উমর (রায়িং) ও তাঁর ছেলেকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু ছেলে তাতে রাজী ছিলেন না। ফলে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাকদিতে বলে দেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত উমর (রায়িং) এর ন্যায় এক মকবুল সাহাবী কারো জুলুম করতে পারেন না। কথার কথা যদি করতেনও তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তালাক দেয়ার পক্ষে কথা বলে জুলুমের সহায়তা করতেন কিভাবে? এখানেও ঠিক একই কথা যে, ইবনে উমরের স্ত্রীর দ্বারা তাঁর মা-বাপের কষ্ট হতো। তাই তাকে তালাক দেয়ার কথা বলেছেন।

মা-বাপের হক আদায়ে জামাতের সুসংবাদ

হযরত আবুদ্বারহ ইবনে আববাস (রায়িং) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, মা-বাপের (জরুরী হক আদায় করার ব্যাপারে সে আল্লাহ তাআলার অনুগত), তাহলে সে এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, জামাতের দুটি দরজা তার জন্য উন্মুক্ত। আর যদি মা-বাপের একজন জীবিত থাকে এবং তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করা হয় ; তাহলে তারজন্য জামাতের একটি দরজা উন্মুক্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, সে মা-বাপের জরুরী হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য, তাহলে জামাতামের দুটি দরজা তার জন্য খুলে যায়। আর যদি মা-বাপের একজন বৈঁচে থাকে তাহলে একটি দরজা খুলে যায়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী শুনে এক ব্যক্তি বলল, মা-বাপ যদি সন্তানের উপর জুলুম করে তবুও কি তাদের অনুগত্য করতে হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, যদিও মা-বাপ সন্তানের উপর জুলুম করে তবুও তাদের অনুগত্য করে যেতে হবে। অর্থাৎ মা-বাপের যেসব হক আদায় করা

সন্তানের উপর জরুরী, মা-বাপ জুলুম করলেও তা আদায় করার ব্যাপারে ক্রটি করা যাবে না যে, তারা যখন আমার উপর জুলুম করছে আমিও তাদের সঙ্গে তাই করব।

আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর জন্য

কারো আদেশ মানা যাবে না

আমার উপরোক্ত আলোচনার অর্থ এই নয় যে, মা-বাপ এমন কোন কাজ করার আদেশ করবে যা শরীয়তের আইনে জুলুম আর তাতে তাদের আদেশ পালন করবে। কারণ হাদীসে আছে যে,

لَا طَاعَةَ مُخْلوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقِ

অথাৎ, সৃষ্টির কোন প্রকার আইন পালন করা, যা সৃষ্টির আইনের পরিপন্থী ; কিছুতেই বৈধ নয়। আরবী ভাষা রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণিত হলো যে, কোন মাখলুকের এমন কোন কথা মানা যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয়, তা কিছুতেই জায়েয় নেই।

মা-বাপের ভরণ-পোষণ কখন ওয়াজিব হয়

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ একজন লোকের জিম্মায় তখনই ওয়াজিব হয়; যখন সে এতকুঠ সম্পদের মালিক হয়, যাতে সদকা-ফিতর ওয়াজিব হয়। মা-বাপও এ আইনের আওতাভুক্ত। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সর্বাবস্থায়ই স্বামীর উপর ওয়াজিব। চাই গরীব হোক বা ধনী। এতে প্রমাণিত হলো যে, উক্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকলে মাতাপিতার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে না। তবে আমার এ

বক্তব্যে উদ্দেশ্য এ নয় যে, মানুষ মা-বাপের খৌজ-খবর নেয়া ছেড়ে দেবে, তাদের হক আদায়ে ক্রটি করবে ও তাদের সব এহসান ভুলে যাবে। এটা তো খুবই খারাপ কথা, বরং আমার এসব বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন পরিহার করা এবং কোন্টা ওয়াজিব আর কোন্টা অনাবশ্যক, মুস্তাহাব ও মুবাহ তা পরিষ্কার করে দেয়া। মা-বাপ শৌগ অর্থে এক ধরনের প্রতিপালক।

তাই তাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও আনুগত্য করা দরকার। মা-বাপের হক তো সর্বজনস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ বিষয়। তাই তার আলোচনা নিষ্পত্তিযোজন। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি দূর করাই আমার এ আলোচনার মূল লক্ষ্য। অন্যথায় উপরোক্ত সূরতে মা-বাপের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহাবে মুআকাদা তো বটে। বিশেষ ঠেকা না হলে উক্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকলেও নিজে কষ্ট করতে হলেও মা-বাপের খেদমত করা দরকার।

মা-বাপের আদেশে সন্দেহযুক্ত

মাল খাওয়া ওয়াজিব নয়

মা-বাপের আদেশে সন্দেহযুক্ত বন্ত খাওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ এতে মা-বাপের কষ্ট হওয়ার কিছু নেই। তবে যদি সন্তান মরতে শুরু করে এবং খুব কষ্ট হয় আর মা-বাপ সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে এবং হালাল মাল খেয়ে জীবন বাঁচানোর সামর্থ্যও দেই ; তাহলে মা-বাপের আনুগত্যের স্বার্থে প্রয়োজন পরিমাণ খেয়ে নেবে। তবে যদি আহারকারী পরিচ্ছন্ন হাদয়ের অধিকারী বুর্গ হয় তাহলে খাবে না। কারণ, সন্দেহযুক্ত সম্পদে এ ধরনের লোকদের বাস্তিক ও অভ্যন্তরীণ অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। এটা পরীক্ষিত। এক্ষেত্রে মা-বাপের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। কারণ, বুঝে শুনে নিজেকে ধৰ্মসের মুখে ঠেলে দেয়া নিষিদ্ধ। তাছাড়া এতে আল্লাহ

তাআলার নাফরমানী হয়। আর সৃষ্টির কথায় সৃষ্টির নাফরমানী করা বৈধ নয়। এমতাবস্থায় কষ্ট ভোগ করে যদি মরে যায় আর সন্দেহযুক্ত মাল না খায়, তাহলে অনেক সওয়ার পাওয়া যাবে।

জিহাদের ময়দানে কাফের পিতাকে

হত্যা করা যায়

লুবাবুন্কুল নামক কিতাবে আছে যে, বদর যুক্তে একদিকে মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী উবায়দা ইবনে জারারাহ লড়াই করছেন। অপরদিকে কাফিরদের সঙ্গে তার মুশরিক পিতা ছেলেকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছে। উবায়দা (রায়িং) যখন দেখলেন যে, আমার কাফের বাপ ইসলামের কারণে আমাকে হত্যা করার পায়তাঁয়া করছে; তাই সুযোগ পেয়ে তিনি পিতাকে হত্যা করে ফেলেন।

হ্যরত আবু বকর (রায়িং) এর পিতা আবু কুহাফা কাফের থাকাকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অপ্রীতিকর কিছু উক্তি করে ফেলে। এ কথা শুনে হ্যরত আবু বকর (রায়িং) তৎক্ষণাত বাপের মুখে এক চড় মারেন। ফলে সে পড়ে যায় এবং উঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকর (রায়িং)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দুর্ভাগ্য তখন আমার হাতে তরবারী ছিল না। অন্যথায় তার মস্তকই উড়িয়ে দিতাম এ দুপ্রসংগে সূরা মুজাদালার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। যদিও

তারা তাদের পিতাপুত্র আতা অথবা জাতিগোষ্ঠী হয়। তাদের শক্তিশালী করেছেন আর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জাহাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহর হকের সামনে মাতা-পিতার হকের গুরুত্ব কতটুকু আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, জিহাদের ময়দানে নিজের জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করা জায়েয়।

হেদয়া নামক কিতাবে আছে যে, জিহাদের ময়দানে কাফের পিতাকে নিজে না মেরে অন্যকে ইঁগিত করে দিবে। এটা মুস্তাবার। কারণ এতে বাপের প্রতি আদবও রক্ষা হয় এবং কাজও হয়ে যায়। তবে নিজে হত্যা করলেও কেন দোষ নেই।

ফাসেক মা-বাপকে উত্তমভাবে নসীহত করবে

মা-বাপ ফাসেক হলে তাদের উত্তম পদ্ধায় নসীহত করবে। প্রয়োজনে কিছু ধূমক দিলেও তাতে গুনাহ হবে না বরং সওয়ার হবে। দীনি ব্যাপারে কারো প্রতি কোন প্রকার খাতির চলে না। তবে যথাসন্ত্ব আদব রক্ষা করে চলবে। শরীয়াতের সীমা রক্ষা করে যতটুকু সন্ত্ব বুঝাতে চেষ্টা করবে। হ্যরত ইবারাহীম (আঃ) কাফের বাপকে তার নসীহাত না মানা সত্ত্বেও কেন প্রকার কষ্ট দেননি। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন যে, এ নরম উপদেশই কাজ হয়ে যাবে কিন্তু পরক্ষণে যখন তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, ইনি আসলে আল্লাহর দুশ্মন। আমার নসীহাতে কোনই ফল হচ্ছে না। তখন তিনি বাপের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এহইয়াউল উলুমে আছে যে, আল্লাহর তাআলা হ্যরত মুসা (আশ) এর কাছে অবী পাঠান যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর তাআলার নাফরমানী করে কিন্তু মাতাপিতার কথা মেনে চলে তার আমলনামায় নেক লেখা হয় আর যে এর বিপরীত তার নামে বদ লেখা হয়।”

এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর হক মা-বাপের হকের চেয়ে কম বরং এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি জায়েয় ক্ষেত্রে মা-বাপের আনুগত্য করে; এর বরকতে তার আল্লাহর হক আদায় করা মাফ হয়ে যায় আর যখন মা-বাপের জুরী হক আদায় না করে তো আল্লাহর হক সম্পর্কিত অন্যান্য আমল করায় মা-বাপের এ নাফরমানী মাফ হয় না। ফলে তাকে নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, বন্দুর হক আদায় না করলে বা হকদারের কাছ থেকে মাফ নিয়ে না নিলে মাফ হয় না। কেননা, আল্লাহর তাআলা অমুখাপেক্ষী আর বন্দু মুখাপেক্ষী। এর অর্থ এ নয় যে, মা-বাপের অপ্রয়োজনীয় হক আদায় না করলেও আল্লাহর তাবেদারী করা সত্ত্বেও নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়। ভালো করে বুঝে নিন।

সন্তানকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করা বাপের উপর ফরয

হ্যরত উমর ফারাক (রায়িং) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করল যে, আমার অযুক্ত ছেলে আমাকে জ্ঞানত করে। এ কথা শুনে তিনি ছেলেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, তুমি কি আল্লাহকে ডয় কর না? জাননা যে, বাপের হক কত বড়! ছেলে বলল, হাদীসের আদেশ অনুযায়ী আমার উপর তার (বিশেষভাবে) তিনটি দায়িত্ব ছিলঃ

(১) ভালো নাম রাখা। (২) উত্তম শিক্ষা প্রদান করা ও (৩) শরীয়ত অনুযায়ী ভালো জায়গায় বিবাহের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমার বাপ এর কেন্টিত পালন করেনি। (শিক্ষা ছাড়া কার কি হক তা জানব কি করে

যে, তা আদায় করব) শুনে হ্যরত উমর (রায়িং) এর জন্য আর ছেলেকে কেনন শাস্তি দেননি। এবং পিতাকে বললেন, “তুমি বলছ, আমার ছেলে আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তো দেখছি যে, সে তোমাকে কষ্ট দেয়ার আগে তুমই তাকে কষ্ট দিয়ে রেখেছ। আমার সম্মুখ থেকে তুমি উঠে যাও।”

এ হাদীসটি ফরীহ আবুল লায়ছ বর্ণনা করেছেন। বলা বাহ্যিক যে, শরীয়তে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তদনুযায়ী আমল করে চলা উচিত। মা-বাপও অন্য করো আর্থিক খেদমত এবং অন্যান্য অনাবশ্যক খেদমত অপেক্ষা যিকর করা উক্তম। ইলমী ইবাদত তো আরো উক্তম। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আলহামদুল্লাহ! এ আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মা-বাপের শরীয়ত বিরোধী আদেশ পালন করা জায়েয় নেই। আর পিতার আনুগত্য করা কেন ফেরে ফরয়; কেন ক্ষেত্রে মুশাহাব তাও জানা গেল। মোটকথা, মা-বাপের সব আদেশ পালন করা আবশ্যক নয়। নির্ভরযোগ্য একটি হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

نَزَّلُوا النَّاسَ مِنَأْرَأْهُمْ

“লোকদেরকে তোমরা আপন আপন মর্যাদায় স্থান দাও।”

অর্থাৎ যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকু মর্যাদাই দাও নির্দিষ্ট সীমা থেকে উপরেও উঠাবে না আবার নীচেও নামাবে না। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে পর্যন্ত সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তার মর্যাদা মাতা-পিতা ইত্যাদি সকলের চেয়ে অনেক শ্রেণী।

وَآخِرُ دُعَوانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

উপসংহার

উত্তাদ, পীর ও স্বামী-স্ত্রীর হক

★ উত্তাদ ও পীর-মুরশিদের হক অনেক। কিন্তু মা-বাপের চেয়ে কম। অনেকে এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। তারা উত্তাদ ও পীরের হককে মা-বাপের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মা-বাপের হক উত্তাদ ও পীরের চেয়ে কম বলে আখ্য দিয়েছেন। সম্ভবতও তাদের দলীল হলো, মাতাপিতা সন্তানের বাহ্যিক ও দৈহিক তরবিয়াত দিয়ে থাকে আর উত্তাদ ও পীর বাতেনী ও রুহনী তরবিয়াত দিয়ে থাকেন। আর দেহের উপর আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু তাদের এ দলীল অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। কারণ এটা একটা আধিক শ্রেষ্ঠত্ব সাবিক নয়। সুতরাং একজনের একদিকে শ্রেষ্ঠ হওয়া আরেক জনের বহুদিকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে মা-বাপের সম্পর্কে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উত্তাদ ও পীর-মুরশিদের বেলায় তা দেয়া হয়নি। সর্বোপরি উত্তাদ ও পীর-মুরশিদের বেলায় শুধু তালীমের কারণে হক সাব্যস্ত হয়।

অপরদিকে মা-বাপ নানাপ্রকার কষ্ট স্থীকার করে অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করে থাকে। সন্তানের অবাধ্যতা সঙ্গেও তারা সন্তানের কথা ভুলে যায় না এবং তাদের জন্য নানাপ্রকার ত্যগ স্থীকার করে থাকে। কিন্তু উত্তাদ ও পীর-মুরশিদকে দেখা যায় যে, ছাত্র-শিষ্যের সামান্য একটু বিরূপ আচরণকেও তারা বরদাশত করতে পারেন না। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে পুরুষকার কর্ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং মা-বাপের কর্ম যেহেতু বড় তাই পুরুষকার আর মর্যাদাও বড়ই হতে হবে।

হৃকুকুল ওয়ালিদাইন

কেনন কেন ক্ষেত্রে মা-বাপের স্নেহ উত্তাদের চেয়ে কম এবং উত্তাদের স্নেহ মা-বাপের চেয়ে বেশী দেখা গোলেও তা ধর্তব্য নয়। এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। তবে একথা ঠিক নয় যে, যেসব উত্তাদ ও পীরের দ্বারা মানবতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তাদের জ্ঞান-প্রাণ খেদমত করা দরকার। কিন্তু সীমালংঘন করে নয়। অনেকে বলে থাকেন যে, উত্তাদ ও পীরের নির্দেশ হলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বাছ-বিচার না করে সর্বক্ষেত্রে মা-বাপের কথায়ও তো এ কাজ করা যায় না। তাহলে উত্তাদ পীরের বেলায় তো এর প্রয়োজন আসে না। বলা বাত্তল্য যে, উত্তাদ যদি ফাসেকও হয় তবুও তাকে শুন্দা করা এবং তার হক আদায় করার ব্যাপারে ত্রুটি করবে না। তবে তার অপকর্মকে মনে মনে খারাপ জানবে।

স্ত্রীর যিশ্মায় স্বামীর হক

★ স্বামীর সেবা করা ও তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করা স্ত্রীর উপর ফরয। স্ত্রী এমন কেন নফল বা জয়েয় কাজ করতে পারে না, যার কারণে স্বামীর খেদমত ইত্যাদিতে ব্যাধাত সৃষ্টি হয়। দুনিয়াতে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যতটুকু হক ততটুকু অন্য কারো কারো উপর নেই। যেমন ৪ মেশকাতের এক হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ “আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদাহ করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম যেন সৈ তার স্বামীকে সেজদাহ করে।”

এ হাদীস দ্বারা স্বামীর কত বড় মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয় যে, যে ইবাদত আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য তা বৈধ হলে স্বামী ছাড়া আর কেউ তার যোগ্য হতো না। তবে স্বামীর সব আদেশ পালন করা স্ত্রীর উপর জরুরী নয়। মা-বাপের হকের বেলায় যে ব্যাখ্যা দেয়া

ছক্কুল ওয়ালিদাইন

হয়েছে এখানে তাই প্রযোজ্য। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, মা-বাপের হকের তুলনায় স্বামীর হক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কথাটি বুঝানোর জন্য নমুনাখরণ করেকটি মাসআলা লিখে দিলাম।

১। স্ত্রী ও স্বামীর সম্পদ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক

ইসলাম শরীয়তে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদ পৃথক পৃথক গণ্য করা হয়। যে বস্তু ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তা তারই মালিকানাধীন সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। আর যে সম্পদের অনুরূপ স্বামীর অধিকার রয়েছে, তা তারই সম্পদ। যাকাত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে উভয়ের সম্পদের হিসাব আলাদা আলাদা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ অনেক ক্রটি করে থাকে।

২। স্বামীর নির্দেশে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্মত ত্যাগ করা যাবে না

স্বামী যদি স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পদ বৈধ খাতে ব্যয় করতে বারণ করে, তাহলে তার আদেশ পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়, যদি তা শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে না পারে। তাই যথাসত্ত্ব সমরোতার মধ্যে কাজ করা উচিত। অনেক স্বামী দীনদার না হওয়ার ফলে এ ধরনের ক্ষেত্রে অহেতুক স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। অতএব সমস্যা এড়নোর জন্য জায়েয় এবং মাকরাহ তানয়ী বিষয়ে পর্যন্ত স্বামীর অনুগত্য করা যায়। তবে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্মতে মুআকাদাহ স্বামীর কথায় ছাড়া যাবে না।

৩। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন বুঝর্গের কাছে মুরীদ হওয়া

স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন বুঝর্গের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েয়

ছক্কুল ওয়ালিদাইন

আছে। তবে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে, মুরীদ না হওয়াই ভালো। যেমন যদি স্বামী হতে নিয়েধ করে, তাহলে সমস্যা এড়নোর খাতিরে মুরীদ হবে না। কিন্তু যদি সাহস হয়, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে মুরীদ হয়ে যাবে। এরপরও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করবে। আল্লাহর খাঁটি বিনাদের পদে পদে বিপদ এসেই থাকে। আখেরাতে এরা অনেক মর্যাদা লাভ করে। এছাড়া স্বামী যদি কোন মাকরাহ তানয়ী কাজ করার আদেশ করে তার বিধানও এটাই।

৪। স্বামীর বর্তমানে স্ত্রীর নফল ইবাদতের বিধান

স্বামী যদি বাড়িতে উপস্থিত থাকে তাহলে তার অনুমতি বিনা নফল রোয়া ও নামায ইত্যাদি জায়েয় নাই। কারণ, হয়ত এতে স্বামীর খেদমতে ক্রটি হতে পারে। হাদীসে স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ আছে। তাই যদি স্বামী বাড়ির বাহিরে থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নাই। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয় স্বামীর অধিকারে ব্যাধাত সৃষ্টি করে তা স্বামীর অনুমতি ছাড়া করা জায়েয় নাই। আর সব কাজই শরীআত ঘোতাবেক করা দুর্বল আছে।

৫। স্ত্রীর জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কারো কাজ করা

স্বামী যদি বিনা ওজরে স্বামীর নিজস্ব আতীয়-স্বজন বা অন্য কারো কেনেন কাজ বিবির দ্বারা করাতে চায় তাহলে স্ত্রীর উপর সে কাজ করা জরুরী নয়। যেমন কারো জন্য খানা পাকান বা কাপড় সেলাই করান অথবা এমনই অন্য কোন কাজ করান, আর যদি কোন ওজরবশতংশ করাতে হয় তাহলে যেহেতু এ কাজ না করার দরুন স্বামীর কষ্ট হবে তাই সে কাজ করে দেয়া স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য।

ফায়েদা : মহিলা যদি (কঠোর বাধ্যতাবিহীন) কোন পরপুরুষের কাপড় সেলাই করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি যদি দীনদার হয় এবং কোন অঘটন ঘটার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে কোন গুনাহ হবে না। আর যদি সে ব্যক্তি পাপীঞ্চ ও গুনাহগার হয় এবং কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির কাপড় সেলাই করা জায়ে হবে না, কারণ অনেক কপট ব্যক্তি সেলাই দেখেই আনন্দ উপভোগ করে অতিরঞ্জন থেকে বাঁচানোর জন্য নমুনাস্বরূপ এ সামান্য নিবন্ধ লিপিবদ্ধ হলো। যেন জানতে পারে যে, কোথায় স্বামীর আনুগত্য অত্যাবশ্যক আর কোথায় অনাবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে শরীয়তসম্মতভাবে স্বামীর আনুগত্য যত সামান্যই হোক না কেন তাই অনেক উক্তম। এমন মহিলারা জামাতের উচ্চস্তরে সমাসীন হবে। কিন্তু নফল ইত্যাদির ব্যাপারেও সচেতন থাকবে, কেননা মানব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। যার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ কখন আল্লাহ তাআলার যিকির পিতামাতার অহেতুক আনুগত্য অপেক্ষা উক্তম, সে ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।

جگہی کانے کی دنیا نہیں ہے بلکہ عربت کی جا ہے تماشا نہیں ۔۔۔

দুনিয়া চিন্তিবিনোদনের স্থান নহে, এটা হলো উপদেশ গ্রহণের স্থান, আমোদ-প্রমোদ বা তামাশার স্থান নহে।

আল-হামদুলিল্লাহ, প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত হলো, আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং একে মানুষের উপকারী বানান, আমীন।